(কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত)

দুই বিঘা জমি

নাটক

(নারী ভূমিকা বর্জ্জিত)

শ্রীবিধুভূষণ বসু, কাব্য-বিনোদ, বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক

গ্রথিত ও প্রকাশিত।

১৩৬৬

নিবেদন

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির উপাখ্যান রূপান্তরিত করিয়া কত নগণ্য লেখক কবি-যশোপ্রার্থী হইতে গিয়া উপহাস-ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু অভিসম্পাত পাইযাছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিশ্বাস আমার এই দুঃসাহসেব কারণ।

জীর্ণ বার্দ্ধক্যে এবং কর্ম্মশক্তির দৈন্যে আমি সর্ব্ব-হারা, নিয়তি আমার প্রতি নিষ্ঠুরা। ভিখারী ভক্ত না হইয়াও নাম গাহিয়া ভিক্ষা করে, দয়ালু জন ভিক্ষুকের মন পরীক্ষা না করিয়াই দান করেন।

যখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রেব আকস্মিক মরণে আমি শোকাহত, তখন সেই পনব বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ আমায় উপাধি দান করিয়াছিলেন; তখন আমি সে উপাধি ভারবোধ করিয়া গ্রহণ করি নাই। আজ জীবন-সন্ধ্যায় এমনি দুর্ব্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, সেই উপাধি দু'টী নামের সঙ্গে জাহির করিলাম।

আমার পরিচিত বন্ধুরা আমাব উপাধি দেখিয়া পরিহাস করিবেন; তাই কথাটী জানাইলাম। ইহাতেই আমার জীর্ণ জীবনের দৈন্য দুর্ব্বলতা পরিষ্কার সূচিত হইবে।

আমার এ সর্ব্বহারা অবস্থায় এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশেও আমার সামর্থ্য ছিল না। আমার প্রতি অনুকম্পাশীল আমার ছাত্র-সুহৃদ শ্রীমান্ লোকেন্দ্রনাথ ভারতী ভট্টাচার্য্য আমায় এই কার্য্যে উৎসাহিত করিলেন।

বিষ্ণুপুর, বাগেরহাট,
খুলনা। } শ্রীবিধুভূষণ বসু।

পাত্রগণ

গোবিন্দরাম—দরিদ্র গৃহস্থ (প্রৌঢ়)

উপেন—গোবিন্দরামের পুত্র (কিশোর)

রঞ্জন—উদাসীন যুবক

কালীকৃষ্ণ—রায় বাহাদুর উপাধিক জমিদার

তারাকৃষ্ণ— ঐ ভ্রাতা

কমলকৃষ্ণ—রায় বাহাদুরের পুত্র

মাধব পণ্ডিত—রায় বাহাদুরের পারিষদ (পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ)

গুরুদয়াল—পুরাতন চোর কয়েদী

রতন, মাণিক, বাসু (ফুটবল খেলুড়ে), সাধু জেলে, বলদেও সিং (দারোয়ান), কৃষক, মজুরগণ, জেল ওয়ার্ডার, জেলার, দারোগা, মালী, চাকর প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

গোবিন্দরামের চালাঘরের দাওয়ায় বিষন্ন মনে গোবিন্দরাম
বিলাপ করিতেছিলেন।

গোবিন্দ—আর দুটো বছর যদি তুমি বেঁচে যেতে! আমি দিতে পারি নাই তোমায় পেট পুরে দুটী ভাত। আজ গোটা দুই বছর ছেলে ভাত কাপড় দিচ্ছিল। আমি যে ছেলের বিয়ে দিয়ে, বউ এনে তোমায় দেবো বলেছিলাম। আমার মা-হারা ছেলের কি মর্ম্মবেদনা! ঈশ্বর! তোমার নিষ্ঠুরতা ভেবে, আমি যে আর দেবধর্ম্মে বিশ্বাস রাখ্‌তে পাচ্ছি না। মৃত্যুর পরপারে গিয়ে যদি আত্মার এপারের স্মৃতি সজাগ থাকে, তবে সে অভাগিনী ত মরণে শান্তিলাভ কত্তে পাচ্ছে না। তার উপেনকে ছেড়ে সে কেমন করে আছে? কি রোগ যন্ত্রণা ভুগেই না সে গেছে! ওঃ!

(কাঁচা গলায় উপেন আসিল)

উপেন—বাবা! আমি কাছে না থাক্‌লে তুমি এমনি করে কাঁদ?

গোবিন্দ—কই, না বাবা, আমি ত কাঁদছি না। তোমার আস্‌তে দেরী হচ্ছে, তাই ভাবছি।

উপেন—কাঁদছিলে তুমি। না কেঁদে পারো না?

গোবিন্দ—তুই কি পারিস্? তুইও আমায় লুকিয়ে কাঁদিস্। আমিও তোকে লুকিয়ে কাঁদি। আমাদের এ কান্নার শেষ কোথায়, তা ভগবানই জানেন। আমার একটা বড় ভয় হচ্ছে খোকা, এই দুর্ব্বল রুগ্ন দেহ যে, আমি আর কতদিন রাখ্‌তে পারি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সে ব্যথা কি তুই সইতে পারবি?

উপেন—তার জন্য ভাবনা কি? তুমিও যদি চলে যাও, আর সে ব্যথা আমি সইতে না পারি—ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে চলে যাবো। আমাদের মত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ত এমনি আস্‌ছে, যাচ্ছে।

(মাধব পণ্ডিতের প্রবেশ)

গোবিন্দ—আসুন পণ্ডিত মশাই।

মাধব—নারায়ণ। বড় দুঃসময়ে পড়েছ গোবিন্দবাবু। তবে কিনা শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দেওয়া, তবে কিনা, সজ্জনের অর্থাৎ কিনা বুদ্ধিমানের অতি কর্ত্তব্য। তবে কিনা নানা কার্য্যে অর্থাৎ সময়ের অভাবে এত দিন আস্‌তে অসমর্থ বিধায় অবশ্য একটু অমানুষত্বই হয়েছে। তবে কিনা, সকল দিক ত পরিদর্শন পরিপোষণ করে আমায় পরিভ্রমণ কর্ত্তে হয়। যার দিকে না চাবো অর্থাৎ সবাই ত আমায় চায়, তবে কিনা, আমি পরোপকারী মানুষ, অর্থাৎ সতীসাধ্বী ভাগ্যবতী তোমার সীমন্তিনী গোবিন্দবাবু; শত মুখে এ কথা বল্‌তে হবে, স্বামী পুত্র রেখে, সমুজ্জ্বল সীন্দুর রেখা অর্থাৎ কিনা শাখা সীন্দুর ললাটে নিয়ে স্বর্গবাসিনী হলেন। অর্থাৎ এমন ভাগ্য দুর্লভ রমণী কুলে।

গোবিন্দ—তা বটে, তবে অপার দুর্ভাগ্য দিয়ে গেলেন আমার এই জীর্ণ শিরে চাপিয়ে।

মাধব—বিধাতার বিধি! অর্থাৎ কিনা, নিয়তি কেন বধ্যতে। তবে কিনা, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? মৃত্যুরেব ন শংসয়ঃ। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে! ব্যাসের বচন, গোবিন্দবাবু ব্যাসের বচন।

গোবিন্দ—সব বুঝি পণ্ডিত! কিন্তু এ মা-হারা ছেলের মুখখানার দিকে চেয়ে যে আমার বুকখানা ফেটে যেতে চায়! খোকা যে তার মার জন্যে একটু প্রাণখুলে কাঁদ্‌তেও পারে না, আমি ব্যথা পাবো বলে।

মাধব—এখন কথাটা হচ্ছে, তবে কিনা ভাগ্যবতীর শ্রাদ্ধটা, অর্থাৎ কিনা পারত্রৈহিক ক্রিয়াটা অবশ্য যথাবিধিপূর্ব্বক কর্ত্তব্য করণীয়। পতি পুত্রবতীর শ্রাদ্ধে, তবে কিনা চন্দন ধেনুর ব্যবস্থা। সবৎসা-বতী একটী গাভী, তৎসঙ্গে ষোড়শ মছলন্দ, তবে কিনা শ্মশান-বন্ধুদের ডাক। অর্থাৎ কিনা মৃতাগে ভূরিভোজনঃ। আর ব্রাহ্মণ ভোজন, তাই ত হলো মোক্ষ কাজ।

গোবিন্দ—জানি সব মাধববাবু, কিন্তু উপায় নাই। উপেন তার মায়ের চিকিৎসায় সর্ব্বস্ব পণ করেছিল। তিন তিনটা মাস ধরে, কত ওষুধ পথ্য, কিছুতেই কিছু হলো না। কিছুই ত নাই। আসছে মরসুমের আম বাগানটার পর্য্যন্ত ব্যাপারীর কাছে আগাম দাদন নিয়েছে। শুধু তিল তুলসীর পিণ্ডটা দেওয়ারও যে উপায় দেখ্‌ছি না।

মাধব—তাই ত গোবিন্দবাবু, তাই জেনেই ত, তবে কিনা আমার এ শুভাগমন। অর্থাৎ আমি কিনা পরোপকারী লোক। তবে কিনা এ সব শুভ কার্য্যে মদীয় উৎসাহ সদা সর্ব্বক্ষণই আধিক্য। শোনো শুভ সমাচার। অর্থাৎ কিনা আমার সাধু চেষ্টা, রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাত্মা তোমাদের এই আকস্মিকতায় বড়ই ব্যথাপ্রাপ্ত হয়েছেন। একবারেই হাউ হাউ করে রোদন, তবে কিনা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন। পুণ্যের শরীর তার, পুণ্য না হলে এমন ধন্য পুরুষ হয়? স্বয়ং কালেক্‌টার সাহেব বাহাদুর হচ্ছেন তাঁর বন্ধু! হামেসা আসা যাওয়া, খানা-পিনা। তোমার অর্থাৎ কিনা উপেনের মায়ের শ্রাদ্ধটা করিয়ে দিয়ে, আরও কিঞ্চিৎ পুণ্য আহরণে তাঁর ঐকান্তিকী ইচ্ছা হয়েছে। তবে কিনা কথাটা অবশ্য আমিই পেড়েছিলুম, তিনি পরম সাদরেই বল্লেন, আচ্ছা তাদের ডেকে নিয়ে এসো। কার্য্যের আর বাকি কত দিন?

গোবিন্দ—এই ত আর দুটী দিন মাঝে আছে।

মাধব—তবে চলো আজিই আমার সাথে, এক্ষুণি।

উপেন—সেখানে কি জন্যে যেতে হবে?

মাধব—তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচাটাই রায় বাহাদুর সানন্দে বহন করবেন। তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাস্তি।

উপেন—আমি ধার করে মায়ের শ্রাদ্ধ করবো না।

মাধব—ছেলে মানুষ। ধার কিসে বাবা। দু'একশ টাকা কি রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ সাহেব গণতির মধ্যে আনে! তবে কিনা, তোমার ভগবতী প্রতিমার মতন মায়ের প্রতি তাঁর ছিল অচলা ভালবাসা। তবে কিনা জানো না বাবা তাঁর মনের উদরতা। তবে কিনা মাতৃপিতৃকাজ, সৎ কাজ, এ কাজে ধার কর্জ্জ কর্লে সে ধার থাকে না। অথাৎ কিনা শাস্ত্রে আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ব্যাসদেব বহন করেন। চলো, চলো, পিতাপুত্রে মিলে এক্ষুণিই চলো।

উপেন—আমি দান বা ভিক্ষার অর্থে মায়ের পিণ্ডদান করে তার স্বর্গগত আত্মাকে পীড়া দিতে চাই না। আপনি মাপ করুন।

মাধব—এ বটে সুপুত্রের কথা। সুপুত্র, সুপুত্র চন্দ্র তুল্য, ন চ তারা গণেরপি! তবে কিনা, মাতৃকার্য্য ধারে দানে ভিক্ষায়ে চ। শাস্ত্রবাক্য অমান্য করো না। নেহাৎ মনে কিছু করো, অর্থাৎ কিনা, আপাততঃ পক্ষে হাতচিঠায় একটা নাম সই করে দিয়েই শুভ কাজটা সেরে নাও, তারপর রায় বাহাদুর আর চাইবেও না, দেবেও না।

উপেন—আপনি নিরস্ত হন। আজ যদি স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বা দানবীর আশুতোষ আমার মায়ের শ্রাদ্ধে দান কর্ত্তে হাত তুলেন, আমি তাও গ্রহণ কর্ত্তে প্রস্তুত নই। আমার মায়ের

শ্রাদ্ধ আমি করবো আমার প্রাণের শ্রদ্ধায়, আর নয়নের জলে। আমার ক্ষেতের তিল আর বাগানের কদলী, এতেই হবে আমার দেবী মায়ের পিণ্ডদান।

মাধব—তা বটে, তবে কিনা, শ্মশান-বন্ধুদের একবার ডাকতে হয় বই কি? শাস্ত্র অমান্য করো না। মৃতয়ে ভুরিভোজনঃ! অর্থাৎ কিনা,—

উপেন—আপনার শাস্ত্র ব্যাখ্যা আমাদের খুব ভাল লাগছে না। আপনি দয়া করে স্থান ত্যাগ করুন।

গোবিন্দ—ছিঃ উপেন, ও কি কথা? ভদ্রলোক,—

উপেন-ও ভদ্রলোককে আমি কোনও দিনই পছন্দ করি না। ওনি এসেছিলেন আমার দেবীমায়ের শব উঠানে রেখে প্রায়শ্চিত্ত করাতে।

মাধব—হ্যা! হ্যাঁ! মাতৃশোকাচ্ছন্ন পুত্র! একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে! তবে কিনা, আশীর্ব্বাদ করি, শোক মুক্ত হও, শান্ত হও, ভুল বুঝো না বাবা। অর্থাৎ কিনা, রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি সো বান্ধবা—তবে কিনা।

(গীতকণ্ঠে রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন— (গীত) আমার নাহি সুখ দুঃখ
পরের পানে চাই।
সবার পানে চেয়ে দেখি, তাহাই হয়ে যাই।

মাধব—না গো না, দেখছ না এ অশৌচ বাড়ী, এখানে ভিক্ষা মিলবে না।

রঞ্জন— তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গান আমারই গান, যেতেছি এক দেশে।

মাধব—এযে এক নবীন সন্ন্যাসী। কোথা হতে আগমন বাবাজি?

রঞ্জন— জগৎ হয়ে রইব আমি একলা রইব না
মরিয়া যাইব একা হলে, একটী জল কণা।

উপেন—এসো, রঞ্জনদা, বসে নাও। আমরা ভাবছিলুম, তুমি আর কি কাজে ভিড়ে গিয়েছ।

মাধব—রঞ্জন? তাই ত, এযে রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন—হ্যাঁ, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে পিছে পিছে। যেমন শনির পেছনে মঙ্গল।

মাধব—মঙ্গল ত দেখ্‌ছ এই। যোগ্য পুত্র বর্ত্তমানে তার মায়ের শ্রাদ্ধ হয় না, এমনটা আর কোথাও দেখেছ?

রঞ্জন—অনেক দেখেছি।

মাধব—কোথায় দেখেছ?

রঞ্জন—দেখেছি, মাধব পণ্ডিতের বুড়ী মার শ্রাদ্ধ হয় নাই।

মাধব—বলো কি, আমি যে পবিত্র গঙ্গাতটে বসে যথাশাস্ত্র মায়ের পিণ্ডদান করে এসেছি।

রঞ্জন—তাই ত দেখ্‌তে পাই, বুড়ী পেত্নী হ'য়ে ছেলের পিছে পিছে ঘুরছে।

মাধব—তুমি ত বড় বেয়াদব। তবে কিনা, বড় মানুষের ছেলে বলে এমন বাযাত্তুরে হয়েছ যে, গুরু গর্ব্বিত মানো না। তা বলে আমি যা না তা নই, রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ চৌধুরী সাহেবের মোক্ষ সভাসদ্‌, আমায় অপমান কত্তে তোমার সাহস? তুমি নেহাৎ ভবঘুরে।

রঞ্জন—মানহানি হলো? (গীত)

বাবার কথায় মারা গেল মান।
সাধুর মতন সয়ে থাকি, প্রভু যদি মলে কান।
বাবুটী আমি মস্ত, আদব কায়দা দোরস্ত,
আটটী টাকার মুজুরী পেয়ে আহ্লাদে আটখান।
নাকে দড়ি বেঁধে, ঘুরি চক্ষু মুদে,
শুধু খড় বিচালির লোভে আমি টানি কলুর ঘান।

মাধব—তবে কিনা ; কি বল্লি ? ভবঘুরে বেয়াদব অর্থাৎ কিনা বজ্জাত বায়াত্তুরে, বেদম বেশামাল, বারো দুয়ারে পাজি, যমের বাড়ী,—বলির পাঠা, পাষণ্ড !

গোবিন্দ—ছি, ও কি ? রঞ্জন যে তোমার রায় বাহাদুরের মাস্‌তুতো ভাই।

মাধব—মাস্‌তোত ভাই না কচু। একটা ইয়ে। যা না তাই।

রঞ্জন—পণ্ডিতের কুলের কথা বেরিয়ে পড়েছে। কলু বউএর আঁচলটায় ভুলে একটু টান পড়েছিল, তখনকার বয়সের দোষে।

মাধব—মরুক গে যাক্ রায বাহাদুরের শ্রাদ্ধ।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

গোবিন্দ—কেনই বা লোকটাকে খেপিয়ে দিলে ?

রঞ্জন—ওটা আমার একটা বদ অভ্যাস। পণ্ডিতকে দেখ্‌লেই আমার ঐ কথাটা মনে পড়ে বসে।

গোবিন্দ—লোকটা বড় ব্যথা পায় ওতে।

রঞ্জন—খোঁচা না দিলে বাঁদর নাচে না।

উপেন—শুনেছ দাদা, আমার পুরোত ঠাকুরের কথা ?

রঞ্জন—কিরূপ ? লম্বা চওড়া ফর্দ্দ বুঝি ?

উপেন—নিদান পক্ষে পঞ্চাশ টাকার ফর্দ্দ, তার একখানা গামছা কম হলেও তিনি মন্ত্র পড়াতে রাজি নন্। তুমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র জানো ?

রঞ্জন—না জানি, এই সুযোগে না হয় শিখেই নিলুম। কিন্তু আমায় কি তোমরা পুরোহিত মেনে নিতে পারবে ? আমি যে সকল জেতের দুয়ারে ঘুরি।

গোবিন্দ—রঞ্জন !

রঞ্জন—কি কাকা মশাই ?

গোবিন্দ—এত বড় দুর্ভাগ্যে আমরা ডুবে যাচ্ছি।

রঞ্জন—মানুষের সুখ দুঃখ এমনি আকস্মিক। জাত জীবের মৃত্যু একমাত্র নিশ্চিত, আর সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সবই অনিশ্চিত।

গোবিন্দ—রঞ্জন, তোমাকে দেখ্‌লে আমার শত বিপদেও সাহস আসে। এই তরুণ বয়সেই তুমি সন্ন্যাসী। তুমি ধনবানের সন্তান, পরম বিদ্বান্‌। তুমি ইচ্ছা কর্লে ধনে মানে কত বড় হতে পাত্তে। তা না করে, তুমি এ কি জীবনের পথ বরণ করে নিলে? তোমায় দেখ্‌লে আমার বুদ্ধ চৈতন্যাদি মহাপুরুষের কথায় বিশ্বাস হয়।

রঞ্জন—না কাকা, আমি তা নই। এ আমার সন্ন্যাস নয়,—সম্ভোগ। এ আমার যৌবনের উৎসব। সহস্রের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে অনন্তের মধ্যে। আমি মুক্তিকামী যোগী নই, ব্রহ্ম-দর্শন-পিপাসু তপস্বীও নই, কোনও মতবাদ-প্রচারক স্বামীজিও নই।

উপেন—তবে তুমি কি দাদা?

রঞ্জন—আমি খেলার সাথী মাত্র। খেলা পেলেই মাতি। খেলায় বয়সটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁধে রাখতেই আমার আকাঙ্ক্ষা। দশ পাঁচ দিনের যৌবনটা কোথায় কবে হারিয়ে যাবে, তাই তাকে ভোগ করে সার্থক করে নিতে চাই। কৃপণের ধনের মতন সেরে গুজে রেখে পচিয়ে ফেল্‌তে চাই না।

উপেন—তুমি একটা আশ্রম গড়ে তুলবে শুনেছিলুম।

রঞ্জন—মাথায় একটা নেশা চেপেছিল বটে, সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আশ্রম গড়ে চেলাবেলার গুরু হওয়ার চেয়ে, বিয়ে থা করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করা বরং আরাম। আশ্রম গড়লেই ত ভিড় জমে। গুরুগিরির ঝামেলা যদি সইতে যাবো, তবে

ওকালতী ব্যবসায় কল্লেই বা দোষ ছিল কি? কিন্তু কাটান্ নেই দেখ্‌ছি, এরই মধ্যে এই তোমারই মতন দু'চার জন দাদা বলা ধরেছে। ও দাদাইজ্‌মটাও আমার ধাতে সয়ে উঠ্‌ছে না।

উপেন—আচ্ছা দাদা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সংসারে দেখ্‌তে পাই দরিদ্রের কুটীরেই লোকালয় ভর্তি, হাজারের মধ্যে দুই একটী কোঠাবাড়ী। আমার ত মনে হয়, লক্ষ কুটীরের ছাউনি কেড়ে নিয়ে একটা কোঠাবাড়ী গড়া হয়। নইলে সে কুড়ে-গুলির বর্ষায় ছাউনি থাকে না কেন? আমার ত মনে হয়, লক্ষ ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিযে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবানেরা অনাবশ্যক আরাম উপভোগ করেন।

রঞ্জন—চুপ করো মুর্খ, তোমার ঘাড়ে মাতৃশ্রাদ্ধের দায়, এ সময়ে এ আষাঢে স্বপ্ন তোমার মনে জাগলো কেন?

উপেন—দাদা! আমি দাদা বল্লে, রাগ ক'রো না। আজ দুটো মনের কথা তোমায় বলে ফেলি। আমার মায়ের শ্রাদ্ধ,—জানো তুমি, আমার মা কত বড মা! কি কষ্টে, কত বড অভাবে তিনি সংসারধর্ম্ম পালন করে গেছেন! শুধু তাঁর নিজের নয়, আমারও বাড়া ভাত ক্ষুধিত ভিখারীকে দিয়ে, তিনি আমাকে দুটী মুড়ি দিযে ছল্ ছল্ নেত্রে বলেছেন, ও বেলায় ভাত দেবো বাবা,—এখন একটু খেলা করে এসো! সেবার দশ টাকা হয়েছিল চাউলের মণ। কত সাধ আহ্লাদ বুকে নিয়ে মা আমার তাঁর সাধের সংসার ছেড়ে গেলেন! জানো না রঞ্জনদা, আজ দুটী বৎসর আমরা দুটী পেট ভরে খেতে পাচ্ছি! আম গাছগুলি ফলধরা হয়েছে, আমিও হাট বাজার কর্ত্তে শিখেছি। আমি একখানি সাড়ি কিনে দিয়েছিলুম

মাকে। মা তা বৎসরে একবার পরতেন লক্ষ্মীপূজার দিনে। কি সুন্দর দেখাতো তখন মাকে। আমি কতদিন তাঁকে ঐ সাড়িখানি পরাবার জন্য আবদার করেছি। তিনি একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, নারে ও সাড়ি পরে আমি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারি না। ঐ সাড়ি পরে আমি বউ বরণ করে ঘরে আন্‌বো, আর বউমাকে বলবো, এই আমার খোকার দেওয়া সাড়ি। বলো ত রঞ্জনদা, এ মায়ের শ্রাদ্ধ আমি কি দিয়ে করবো। তিন মাস রোগে ভুগেও তিনি বাঁচতে চেয়ে ছিলেন, শুধু তার খোকার জন্য। শেষ নিঃশ্বাসটী ছাড়বার মুহূর্ত্তে আমার মুখপানে চক্ষু দুটী রেখেই চক্ষু স্থির করছিলেন। কি সে মরণ শ্বাসের ব্যথা। কি মর্ম্মব্যথা বেজেছিল তাঁর খোকাকে ছেড়ে যেতে। দাদা, জ্ঞানী তুমি, বল্‌তে পারো, এমন কি উপায় আছে, যাতে আমি একবার মাত্র মাকে দেখা দিয়ে বল্‌তে পারি, মা, প্রাণভরে মা ডেকে,—যেমন করে কর্ম্মশ্রমে শ্রান্ত হয়ে দ্বারে দাঁড়ায়ে ডেকে উঠ্‌তাম মা, তেমনি মা ডেকে একবার বলে আস্‌তে পারি, মা আমি ভাল আছি। আমি তোমার শ্মশানে বসে পেয়েছি এক রঞ্জন দাদা!

রঞ্জন—উপায় আছে; বলে দেবো। তোমার শুভ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছাবে সেই শ্রাদ্ধের দিন। সেই দিন সেই মাতৃপূজার গন্ধ তোমার মর্ম্মে এসে পৌঁছাবে মায়ের গন্ধ হয়ে।

উপেন—হ্যাঁ, আমি ত একটা মন্ত্র জানি।—

"করে বুঝি আন্‌তো মা সেই ফুলের সাজি বয়ে;
পূজার গন্ধে আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে।
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে,

জানালা থেকে তাকাই দূরে নীলাকাশের দিকে ;
মনে হয়, মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।
কোলের পরে ধ'রে কবে দেখ্‌তো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে।

সবটা ত মনে পড়ছে না। এমন মায়েব শ্রাদ্ধের মন্ত্র কে রচেছে দাদা! সে কি ছিল আমারই মতন মাতৃহারা!

রঞ্জন—সে যে বড় ব্যথিতের দরদী! সে মহাপুরুষ, স্বর্গের দেবতা, কিন্তু নরকের দুঃখ দৈন্য নিয়েই কেবল কাঁদে আর গায়।

গোবিন্দ—মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, ধনবানেব সন্তান, কিন্তু দরিদ্রের উপর দরদ নিয়েই তাঁর গান।

রঞ্জন—হয় ত এমন দিন বা আস্‌বে, তোমাদের নিয়েই তাঁর কবিতার ছন্দ মিল্‌বে।

উপেন—শোনো তবে,—আমি মাতৃশ্মশানে দাঁড়িয়ে, মায়ের চিতানলের শিখা সাক্ষী রেখে কয়েকটী সঙ্কল্প করেছি; তোমায় বলি। আমি সঙ্কল্প করেছি, কোনোরূপ ধন, মান বা যশের কামনায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করবো না। আমার যখন মা নেই, তখন অর্থ সম্পদে আমার প্রয়োজন নাই! সুতরাং লাভ ক্ষতির হিসাব রেখে আমি কোনও ব্যবসায়ে ব্রতী হবো না। মা আমায় সম্পূর্ণ স্বাধীন মুক্ত করে দিয়েছেন। যতদিন পিতা আছেন, তত দিন, অবশ্য আছি আমি একটা কর্ত্তব্যের অধীন। হয় ত অতি অল্প দিনেই পিতাও আমায় মুক্ত করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন সর্ব্বহারা আমি, লক্ষ সর্ব্বহারা ভাইদের সঙ্গে মিলিয়ে আমার এই ক্ষণিকের অস্তিত্বটুকু তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো! আর,—আর না।—আর কিছু নয়।

রঞ্জন—আবও কিছু আছে। সেটা আমি তবে বলে দিচ্ছি। "মায়েব বড় সাধ ছিল, পুত্রবধূ ঘবে এনে সংসাবে আনন্দেব হাট বসান, সেই মা যখন চলে গেলেন, তখন আব আমি বিবাহ কবে গৃহী হবো না।" এই ত? আমিও এমনি ক'টী সঙ্কল্প নিযে পথে বেবিযেছি। আমিও তোমাবই মতন মাতৃহাবা, কিন্তু তোমাব মত শোকার্ত্ত নই। তোমাব মত সর্ব্বহাবাও আমি নই। আমাব কোঠাবাড়ী, জমিদাবী, শিক্ষাব সনন্দ, বিদ্যাব পদবীও আছে। আমি তিন ভাইএব এক ভাই। আমি এমন ভবঘুবে হযে পড়ায় ভাইএবা বিশেষ কিছু ক্ষুণ্ণ হন নাই, কাবণ জমিদাবী বিষয কর্ম্মে আমি হস্তক্ষেপও কবি না। কিন্তু দুবন্ত যৌবন আমাব প্রতিবাদী। প্রতি মুহূর্ত্তে সে আমায ব্রতচ্যুত কত্তে চাচ্ছে। সে প্রখব যুদ্ধেব কঠোবতা তোমরা বুঝবে না। আমি যৌবনাক্রমণে ভীত হযেই তোমাব আশ্রয় নিযেছি ভাই। তোবে সাথী নিযে, পাবি যদি সে মহাসমর হ'তে পবিত্রাণ পেতে।

(গীত)

মা তোব মায়াকে নে ডেকে।
খেলা দিয়ে ভুলাইয়ে আমায় ফেলে পাকে।
মায়াব ধোকা বানিয়ে বোকা ফেল্‌ছে বিপুব মুখে,
মায়া-বেটী হেসে কুটি বিপুব বোখা দেখে।
পাগল বড় ভয় পেযে মা, মা মা বলে ডাকে
তোমার মায়াব ডুবি কাট্‌তে আমাব বক্ত উঠ্‌ছে মুখে।

গোবিন্দ—রঞ্জন, মা বলে কি কেউ আছেন?

রঞ্জন—পায়ে পড়ি কাকাবাবু, তর্ক তুলবেন না। তর্কে তাঁর সন্ধান পাই না, কিন্তু তাঁকে না ডেকে আমি প্রাণে বাঁচি না।

গোবিন্দ—একটা কথা আজ তোমায় স্বীকার কত্তে হবে বাবা।

রঞ্জন—বলুন।

গোবিন্দ—তুমি আমার উপেনকে কখনও ত্যাগ করবে না।

রঞ্জন্—আর উপেন যদি আমায় ত্যাগ করে?

গোবিন্দ—তা করবে না, সে বাবার কথা অমান্য করে না।

রঞ্জন—শুন্‌লি উপেন, কেউ কারু আগে মত্তেও পারবো না।

প্রথম অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ চৌধুরীর বৈঠকখানায়
কালীকৃষ্ণ ও মাধব পণ্ডিত।

কালী—গোবিন্দরামের স্ত্রীর শ্রাদ্ধটা তবে বাবাজি মতেই হলো।

মাধব—আজ্ঞে তাই, তবে কিনা, একেবারেই আজগুবি, তাজ্জব ব্যাপার, বামন পুরোত লাগ্‌লো না, অর্থাৎ কিনা ছোট লোকের কাণ্ড।

কালী—তুমি ত একজন মস্ত বড় বাবাজি, তিলক টিকি আছে, তোমার ডাক হলো না।

মাধব—আমি ও ধরণের বাবাজি নই, তবে কিনা সত্যিকারের শাস্ত্রজ্ঞ।

কালী—অর্থাৎ তোমার পাঠাও চলে, ফোটাও চলে।

মাধব—তা, যা—ই বলেন, অর্থাৎ কিনা আমি হচ্ছি আপনারই মতন।

কালী—আমার মতন কিরূপ? আমার কি তিলক আছে, না টিকি আছে?

মাধব—আপনার মত, অর্থাৎ কিনা,—আপনার নামটীর মতন। স্বনামে পুরুষ ধন্য। কালীকৃষ্ণ,—কালীতেও আছি, কৃষ্ণেও আছি, কারু সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ নাই। অর্থাৎ কিনা,—রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ চৌধুরী সাহেব! হুজুরের সেবক আমি, কালীও মানি, কৃষ্ণও মানি, একবারেই অহিংসনীতি। তবে কিনা, কালীকৃষ্ণ, কৃষ্ণকালী একই কথা, মহা নির্ব্বাণতন্ত্রের সূত্র।

কালী—আবার দায়ে পড়লে, কোরাণও মানো, বাইবেলও মানো। আচ্ছা মাধব, তুমি মদ খাও?

মাধব—আজ্ঞে না, হুজুর ওটা পছন্দ করি না।

কালী—যারা খায়, তাদের কি বলো?

মাধব—ছোট লোক হ'লে বলে মাতাল, বড়লোক হ'লে বলে ফূর্ত্তি-বাজ।

কালী—আচ্ছা মাধব, তোমায় লোকে পণ্ডিত বলে কেন? কোনও পাঠশালার গুরুমশাই ছিলে নাকি?

মাধব—না না, পণ্ডিতের অনেক গুণ আমাতে আছে। তবে কিনা, ঘরে বসে বসে অনেক পরিশ্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে শাস্ত্র-জ্ঞানটা আয়ত্ত কত্তে হয়েছে। পাঁজির পাতাগুলো আমার কণ্ঠস্থ। শুভ অশুভ দিন, যোগিনী দিক্‌শূল, বারবেলা, তবে কিনা, বার তিথির দোষগুণ, জন্ম, লগ্ন, মৃতে দোষ গুণ,—আমি যা জানি, তা জানবে না আর কেউ, তবে কিনা এ দেশে,—হাঁচি টিকটিকির ফল, খনার বচন, শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, সবই আমার মুখস্থ? তবে কিনা, তারপর একটু হনুমান-চরিতও জানা আছে।

কালী—বটে! তা হ'লে, সাগর না পারো, নদী নালা গুলো ত অবশ্য ডিঙ্গিয়ে যেতে পারো।

মাধব—হুজুর দেখ্‌ছি ওতে একবারেই অজ্ঞ। হনুমান-চরিত হচ্ছে জ্যোতিষ তন্ত্র, অর্থাৎ কিনা সহজ গণনা বিদ্যা।

কালী—তবে তুমি জ্যোতিষীও বটে। কবচ মাদুলী কিছু জানা আছে না?

মাধব—তাও কিছু আছে বই কি,—আমার মহা মৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ ক'রে কত লোক প্রাণদান পেয়েছে।

কালী—আচ্ছা দৈবজ্ঞ ঠাকুর, তুমি আমার হাতখানা দেখে বলে দাও দেখি,—আমি কবে মরবো।

মাধব—আজ্ঞে ও শ্রীহস্ত আমার দেখাই আছে। হাত কি! হাতের রাজা হাত। তবে কিনা একবারে রাজযোটক,—অর্থাৎ কিনা হুজুরের হচ্ছে বেরস্পতি রাশি, সিংহ লগ্ন, দেবারিগণ, সুত-হিবুক যোগে জন্ম। এ সবগুনোই রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ। মহা মঙ্গলের দশা।

কালী—আরে মরবো কবে তাই বলো।

মাধব—সে জন্য ব্যস্ত হতে হবে না হুজুর! চমৎকার আয়ুরেখা! আশী যদি কেটে যায়, তবে একশ বিশের আগে যমের বাবারও সাধ্য নাই যে কাছে ঘেঁসে। মৃতে ত্রিপাদ দোষ নাস্তি।—যার বেরস্পতি নক্ষত্রে জন্ম।

কালী—নক্ষত্র কটা, পণ্ডিত?

মাধব—এ নেহাৎ ঠকানো প্রশ্ন। আকাশের নক্ষত্র কেউ গণ্‌তি কর্ত্তে পারে। তবে কিনা, শাস্ত্রে বলে উনপঞ্চাশ কোটি।

কালী—তাই ত, পণ্ডিত তুমি বটে। কাব্য সাহিত্যে অধিকার কেমন? বলোত বর্ত্তমানে সকলের বড় কবি কে?

মাধব—লোকে বলে রবি ঠাকুর বড় কবি, আমার মতে তা আসে না।

কালী—তোমার মতে কি আসে?

মাধব—আমার মতে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস। "কে বলে শারদ শশী

সে মুখের তুলা, পদ নখে পড়ে তাব আছে কতগুলা।"
তবে রবি ঠাকুরের দু'একটা কবিতাও বড় চমৎকার। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, হে ভাবত আর জাগে না জাগে না।' চমৎকার আদি রস।

কালী—ও ত হেমচন্দ্রেব কবিতা।

মাধব—হেমচন্দ্র আবার কে? ঐ রবিঠাকুবেব কবিতা নকল কবে বুঝি কোন্ ছোকবা কবিতা লিখেছে! "না জাগিলে সব ভারত ললনা', আ হা হা!

কালী—ওটা ত স্ত্রী-স্বাধীনতাব কবিতা। তুমি তবে দেখ্‌ছি একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার পাণ্ডা। কই তোমার গিন্নীকে ত ঘোমটা খুলে রাস্তায় বেরুতে দেখি না।

মাধব—না না, সে কি? মেয়েমানুষ ঘোমটা খুলে রাস্তায় বেরুবে? তাতে কি জাত থাকে?

কালী—তবে তোমার ঐ কবিতাব অর্থটা একবার বুঝিয়ে বলো ত।

মাধব—এই কবিতার অর্থ? তবে কিনা অতি সহজ, সরল, জলের মত তরল। তবে ব্যাসকুটের মত কিছু কুট এতে আছে। বুঝ্‌তে একটু ভাব্‌তে হয়। না জাগিলে সব ভারত ললনা, অর্থাৎ কিনা—হে ভারত, জৈমিনি ঋষি বলিতেছেন, হে ভারত রাজা, ললনা অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা না জাগিলে অর্থাৎ সকাল সকাল শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ছড়া ঝাট ঘর কন্নায় মন না দিলে আর কেউ ত ঘুম থেকে জাগ্‌তেই পারে না। কাজেই ঘর কন্না চলে না। স্পষ্ট শান্তিরসের সঙ্গে আদিরস প্রচ্ছন্ন।

কালী—চমৎকার! তোমার মতন আমাব আর একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন। কেন না তুমি নেহাৎ অপদার্থ! গোবিন্দরামের একটা বিয়ের ঘটকালী তুমি কর্ত্তে পার্লে না।

মাধব—ওতে অপদার্থ আমি নই,—অপদার্থ ঐ গোবিন্দরাম। এ বয়সে গৃহশূন্য হয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, এমন অপদার্থ আমি এই নূতন দেখলুম। তবে কিনা কথাটা হচ্ছে, ব্যাটারা যেন রহস্যটা বুঝে ফেলেছে। কিছুতেই ঘেঁসতে চায় না। আর পেছনে লাগা আছে ঐ রঞ্জনটা, ও আবার নাকি আপনার মাস্‌তোত ভাই।—যা হয় চোরে চোরে। মানুষ এমন বায়ান্তুরে হয়? ওটা আমাদের পিছনে এমন লাগে কেন?

কালী—আরে মাধব, ইতিহাস ত জানো না! তাই মাসতুতো ভাই চেনো না। রাণা পৃথ্বীরাজের ভাই ছিল জয়চাঁদ,—তাই ত হলো পৃথ্বীরাজের সর্ব্বনাশ।

মাধব—ওকে সাবাড় দিয়েই দিন না। রাস্তা ঘাটেই ত ঘুরে বেড়ায়।

কালী—রঞ্জন বুঝি তোমায় খুব খেপায়?

মাধব—আ মশাই, আ মশাই,—তবে কিনা।

কালী—আচ্ছা, তুমি খেপো কেন? তুমি ত সেই থেকে আর কলু পাড়ায় যাও না?

মাধব—আ মশাই, আ মশাই,—তবে কিনা যা না তাই, ইয়ে,—হুজুর বিচার কর্ত্তা, মুরুব্বি।

কালী—আচ্ছা বোসো,--আজ আমি বিচার করবো। আমি ওদের ডেকে পাঠিয়েছি। বলদেওসিং গিয়েছে ডাক্‌তে। তোমায় কিন্তু খাটী জবানবন্দী দিতে হবে যে, ওরা তোমায় কলুর বলদ বলে।

মাধব—আ মশাই, আ মশাই, বিচার করবেন, না কচু করবেন।

কালী—আবার বলদেওসিং নালিশ করেছে. তুমি তাকে হনুমান বলেছ।

মাধব—ওর ও নামটা আমার মোটেই ভাল লাগে না,—তাই অমুক সিং না বলে হনুমান সিং বলে ডাকি।

কালী—ও, তাই ত বলদেওসিং বল্‌তে বুঝি—বলদ সিং হয়ে পড়ে, যে নাম তুমি মোটেই মুখে আনো না। আবার দেখ্‌ছি বলদেও সিংও হনুমান বল্লে খেপে যায়। আচ্ছা আসুক সব, আজ একটা রফা নিষ্পত্তি করে দেবো!

মাধব—কচু করবেন! তবে কিনা একটা লোক জানাজানি, যা না তাই, ইয়ে, হেত্তেরি যাচ্ছে তাই একটা (প্রস্থান)

কালী—তাই ত মহা মুস্কিল, মাধব চায় না বলদেওকে, আবার বলদেও মাধবকে দেখ্‌লে চটে যায়। অথচ এ দুটোই আমার নেহাত দরকার। মাধবের মস্ত বড় গুণ সে পরের হাতের লেখা জাল কত্তে সিদ্ধহস্ত। আবার অল্পেই তুষ্ট।

(বলদেওসিং প্রবেশ করিল)

বলদেও—উপেন আ গিয়া হুজুর।

কালী—কই? কাঁহা?

বলদেও—দরজা পর খাড়া রহা।

কালী—আচ্ছা! লে আও? রঞ্জনকো সাথ্‌ মোলাকাৎ হুয়া?

বলদেও—হ্যাঁ জি? নেই আয়া, লেকেন গরম গরম বাৎ বোলা। হুকুম দিজিয়ে হুজুর, উন্‌কো তাজা কর দেযেঙ্গে।

কালী—আচ্ছা সবুর, আর কিছুদিন ডাল রুটি খেয়ে নিজে তাজা হয়ে নাও। রঞ্জনও বুঝি তোমায় হনুমান বলে?

বলদেও—ক্যা বেইমানি (বলিয়া চলিয়া গেল ও উপেনকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ইত্যবসরে রায় বাহাদুর পকেট থেকে রিভলভরটা বাহির করিয়া টেবলে রাখিলেন, এবং স্বগত বলিলেন, "এটাকে দেখিয়ে দেওয়া ভালো, একটু ভয় হোক্'।)

কালী—এই তিনটা মাসের মধ্যে তোমার একবার দেখা করবারও সময় হলো না?

উপেন—বাবা বড় রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সেবা করার আর ত কেউ নেই, জানেন ত সব।

কালী—জানি বলেই ত ডেকেছি। তোমাদের এই দুঃসময়ে আমি যে কত ব্যথিত, তা তোমরা বুঝতে পারো নাই। তোমার বাবার অসুখ শুনে আমি ডাক্তারকে বলে দিয়েছিলুম, সমস্ত খরচাটা আমিই দিয়ে দেবো, ডাক্তার বোধ হয় বলেছিল।

উপেন—তা বলেছিলেন। তবে আমি তাঁর পাওনাটা একরূপে শুধ্‌রে দিতে পেরেছি।

কালী—আমার দান নিতে তোমরা অপমান বোধ কর।

উপেন—অপমান নয়, তবে পারগ পক্ষে অন্যের দান নেওয়া আমি শঠতা বলে বোধ করি।

কালী—বেশ, শুনে সুখী হলুম। তোমরা মস্ত দুর্ভাগ্যেই পড়েছ। নিতান্ত অকালে তোমার মাটী মারা গেলেন। কেই বা দুটী রান্না করে, কেই বা সংসার আল্‌গায়? গোবিন্দবাবু নিতান্ত দুর্ভাবনায় মুশ্‌ড়ে পড়েছিল,—তাই এত বড় রোগে তাকে ধরেছিল। যা'ক দৈব কৃপায় রক্ষা পেয়েছেন।

উপেন—ভগবানই সহায়। বিধাতা যাকে দুর্ভাগ্য দেন, দুর্ভাগ্য সইবার শক্তিও তাকে দেন।

কালী—মস্ত বড় আধ্যাত্মিক কথা বলে ফেল্লে। অত বড় আধ্যাত্মিক ভাব তুলবার বয়স ত তোমার হয় নাই,—বয়সের উপর বাড়্‌তে যেয়ো না বাবা। দেখো, তোমরা এক ঘর দরিদ্র ভদ্রলোক, আমার বাড়ীর পাশে আছ। তোমাদের ভাবনা আমাকে ভাবতেই হয়। শোনো যা বলি, তোমার বাবা বৃদ্ধ হন নাই, তার একটা বিবাহের ব্যবস্থা করো। নইলে শেষ কালে ভদ্রলোকের ভাত জল পেতে কি কষ্টই না হবে!

উপেন—আমার বাবা বিলাসী ধনবান্ নন যে, এ বয়সে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ করবেন।

কালী—ছেলে মানুষ, বুঝতে পাচ্ছ না, গৃহশূন্য হওয়া কি কষ্ট। কেবল লজ্জার খাতিরে, তোমার মুখ চেয়ে গোবিন্দবাবু কথাটা তুলতে পাচ্ছেন না। শান্তনু রাজার কথা ত শুনেছ বাবা,—যার জন্য তার পুত্র হয়ে গেলেন বিশ্ব-বিখ্যাত ভীষ্মদেব।

উপেন—তেমন কামুক পিতার বীরপুত্র হওয়ার গর্ব্ব আমি করি না। ভীষ্ম বড় হয়েছিলেন ভীষণ, কিন্তু পিতাকে ডুবিয়ে দিলেন অনন্ত নরকে। আমার পিতা আমার কাছে মহাপুরুষ, আমি তার সুপুত্র হবার কামনা করি।

কালী—তুমি দেখছি বড় ইচোড়ে পাক হয়েছ। তবে তুমি নিজেই একটা বিয়ে কর না। বাপের সুখ সুবিধার দিক চেয়ে, এটাও কি তোমার কর্ত্তব্য না?

উপেন—আমি এখন তবে আসি।

কালী—তবে তুমিই বিয়ে কচ্চো বাপু?

উপেন—না।

কালী—তবে দাঁড়াও একটু। তুমি নিতান্ত দুর্ব্বিনীত, তা বুঝতে পেরেছি। আমার মতন বড় মানুষের বাড়ীর পাশে তোমাদের মতন এক ঘর উদ্ধত দরিদ্রলোক আমি থাকতে দিতে অস্বস্তি বোধ কচ্ছি। তোমরা মোটেই আমার মহত্ব মেনে চলো না। আশে পাশে যারাই আছে, তারা সবাই আমার তাবে-দার, আমার অনুগ্রহ প্রত্যাশী, কেবল তোমরা নও।

উপেন—আমরা সর্ব্বদাই আপনাকে সম্মান করে চলি।

কালী—না, করো না। তোমরা চলো আমার সমপর্য্যায়ে, স্বাধীন ভাবে। যাতে হয় আমার অপমানের কারণ।

উপেন—(নীরবে নত মস্তকে চলিয়া যাইতেছিল)

কালী—দাঁড়াও, যেও না। তোমাদের এখান থেকে উঠতে হচ্ছে। ঐ বাড়ীটা আমাকে নিতেই হবে। ঐ বাড়ীটা না হলে,

আমার ঐ নূতন রায়কুঠিটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হচ্ছে না। আমার লাখ টাকার সখের বাড়ীটা তোমাদের আম বনের ছায়ায় ঢাকা থাকবে, তা আমি সহ্য করবো না। সেদিন কলেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমাকে লজ্জা দিয়ে গেছেন। উপযুক্ত মূল্য নাও, না হয় দু'শ এক'শ বেশী নাও। মোদ্দা আর একটা জায়গা যোগাড় করে নিয়ে বাড়ীটা আমায় ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। আমি অন্যায় কিছু কত্তে চাই না। উপযুক্তের অধিক মূল্য দিতে রাজি আছি।

উপেন—আপনার এ যাবতের মত চেষ্টা, ফন্দি কারসাজি অপেক্ষা এই স্পষ্ট কঠোরতাই আপনার বরং পদোচিত হচ্ছে।

কালী—যদি তাই বুঝে থাকো, তবে বুঝেই চলো। বলে যাও, কতদিন সময় চাও, আর কত টাকা চাও?

উপেন—আমাদের মাপ করুন।

কালী—মাপ করা চলবে না। সে দিক ভাবলে, তোমরা ক্ষমার অযোগ্য। আমার উপাধি-লাভের উৎসবে, একমাত্র তোমাদেরই উপস্থিত হ'তে দেখি নাই।

উপেন—সেই সময়েই ত আমার মা মরণাপন্ন ছিলেন।

কালী—তোমার মা মরেছে তার তিন মাস পরে। গোবিন্দরামেরও এতটুকু সময় হলো না যে, আমার নিমন্ত্রণে পাঁচটা মিনিট নষ্ট করে! মোদ্দা কথা, দু' মাসের মধ্যে ও দু' বিঘা জমি আমি নোবোই।

উপেন—মাপ করুন রায় বাহাদুর! ঐ বাড়ীর মাটিতে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের পায়ের ধূলি জড়িত। ও বাড়ী আমার সপ্তপুরুষের জন্ম-মাটি। অতি দরদী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ঐ ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ড বক্ষের স্তন্যে আমার সপ্তপুরুষ প্রতিপালন করে আসছে। ওর সীমা রেখায় আমার পিতৃ পিতামহের বীরত্ব-গাঁথা লেখা।

আমার পিতার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন বাংলার শেষ নবাব মীর কাশিমের দেহরক্ষী সৈনিক। যিনি নবাবকে পালিয়ে দিয়ে নিজে শির দিয়েছিলেন আততায়ীর খড়্গে। সহৃদয় ইংরাজ কোম্পানী তার জায়গীর কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ দু'বিঘা জমি প্রভুভক্ত ভৃত্যের সন্তানগণের মাথা রেখে থাক্‌বার জন্য মহাত্রাণ দিয়েছিলেন ; ও যে আমাদের তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র।

কালী—চতুর্গুণ মূল্য দিচ্ছি।

উপেন—কোন মূল্যেই সন্তানের পক্ষে মাকে বিক্রয় করা চলে না।

কালী—তোমার কাব্য বক্তৃতা রাখো। আমি এত টাকা দেবো, যাতে অমন তিনটা বাড়ী তোমরা করে নিতে পারবে।

উপেন—এখানে কোন ব্যবসায় বুদ্ধি চলে না রায় বাহাদুর। আপনি বোধ হয় দশ হাজার টাকা পেলেও আপনার ঐ তিনশ টাকা মূল্যের ভাগলপুরী গাইটী কোনও কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করেন না।

কালী—চোপ রও, বেয়াদব বাক্যবাগীশ ! ও বাড়ী আমার নিতেই হবে।

বলদেও—হেই বেল্লিক শূয়ারকা বাচ্চা, বেইমানী বাৎ মাৎ করো।

উপেন—দয়া করুন, রায় বাহাদুর ; আমি আম গাছগুলির ডাল কেটে ছায়া পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

কালী—আমি নিলে তুমি রাখতে পার্‌বে মনে করো ?

উপেন—না মহারাজ ! সবল ইংরাজ সোনার ভারত ছিনিয়ে নিয়েছে। দুর্ব্বল ভারত সন্তান তা রাখতে পারে নাই। তবু এখনও কোনও কোনও হতভাগ্য উন্মত্ত তার জন্য রক্ত দান করে।

বলদেও—এই ত বাৎ, আভি একদম কুত্তা বনায় যায়কে, লাঙ্গুর ভাজ্‌তা হায়।

কালী—আমি নোবোই। পারো, ঠ্যাকাও।

উপেন—তবে একটু সবুর করুন রাজা। আমার বৃদ্ধ পিতার প্রাণান্ত

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর আমি বিনামূল্যে আমার বাস্তুভূমি আপনাকে দিয়ে আমি সর্ব্বহারা হবো। আপনার মজুরের কুঠার ঐ সকল ফলন্ত আম গাছের মূলে পড়তে দেখে,—বাবা তা সহ্য করতে পারবেন না। আমি শপথ কচ্ছি, পিতার শ্মশান থেকে আর আমি গৃহে ফিরবো না। এতটুকু বিলম্ব না সয়, আমার পিতাকে আগে হত্যা করুন।

কালী—এ তোমার বড় বাড়াবাড়ি! এক রত্তি ছেলে তুমি। (রিভলভারে হাত দিলেন)

(গীতকণ্ঠে রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন—(গীত) ধনী, একবার উপর পানে চাও।
আকাশ কোণে ঝঞ্ঝার মেঘের ভয়টা ভেবে নাও॥
এই যে টাকা কড়ি হীরে সোনা
কোঠা বাড়ী তোষাখানা
এই নিয়েত বাবুআনা, তুমি বিশ্বজয়ী নও।
ন্যায়ের দণ্ড কালের করে,
তা কি একবার ভাবছ কিবে,
কত পাহাড় গেল ভেঙ্গে চুরে, তুমি ধুলি বইত নও।
সঙ্গের সাথী ঐ যে যারা,
তারাই করে দিশে হারা।
সময় পেলে আবার তারা উল্টে বা'বে নাও।

কালী—ভায়া বিশ্বরঞ্জন দেখছি বেশ একটী স্বামীজী সেজে বসেছ।

রঞ্জন—স্বামিজী টামিজী নই দাদা। তবে নামের আগের বিশ্ব শব্দটা ভার বোধে তুলে ফেলেছি। আর কোনও নূতন ভার জুড়তে যাই নাই। আমি এখন সর্ব্বহারা।

কালী—তুমি না বিলাত গিয়েছিলে সাহেব হতে? এই সাধু সেজে ফিরে এলে? ব্রেন্ সিস্টেমটা যেন বিগড়ে গিয়েছে। বোধ হয়, কোনও মেম সুন্দরীর বিফল প্রণয়ে আঘাত খেয়েছ।

রঞ্জন—হ্যাঁ ভোগের মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, একটা বেয়াড়া ঝড়ের ঝাপটে ঠেলে কুলে আছড়ে ফেল্লে।

কালী—সবই দেখছি ভাবের কথা। জমিদারীর বখ্‌রাটা কি করে এলে?

রঞ্জন—গাধার পিঠের ভারের মতন ঝেড়ে নামিয়ে রেখেছি। দাদারা আমায় বিলাত পাঠিয়ে অনেকগুনো টাকা খরচা করে ফেলেছিল। এখন হতাশ হয়ে নেহাৎ দুষ্ট বলদের মত আমায় বনবাস দিয়ে গোয়াল শূন্য করেছে। এখন স্বচ্ছন্দ বনজাত ঘাস, আর বেওয়ারিস নদী নালার জল।

কালী—বেশ, তবে এখানে আগমন কিসের কারণ?

রঞ্জন—কারণ আছে। আমি তোমার মাসতুতো ভাই,—চোরে চোরে নয়, খাটি খাটি। তোমাকে সর্ব্বনাশের পথ থেকে সরিয়ে নিতে আমার আন্তরিক প্রয়োজন হয়েছে। দাদা, নিতান্ত সানুনয় অনুরোধ, দরিদ্র গোবিন্দরামের ভিটা মাটিটুকুর উপর নজর করো না। ওর আম বাগানের ছায়ায় তোমার রাঘ কুঠি শ্রীহীন করে নাই,—বরং ছায়া-শীতল স্বাস্থ্যবানই করেছে। তার বদলে তুমি আমার জমিদারীর বখ্‌রাটা যদি নিতে চাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

কালী—ও, সালিসী কর্ত্তে এসেছ? তবে শোনো মূর্খদের বুদ্ধি। দুই বিঘা মাত্র জমি, গোটা কয়েক আম কাঠালের গাছ, আর দুখানি কুড়ে ঘর। ওতে বাপ ব্যাটা দু'জনের ভাত কাপড় চলে না। আমি বলছি, আমার সখ হয়েছে ভিটাটী আমায় দাও। বিনিময়ে চতুর্গুণ মূল্য দিচ্ছি। এষ্টেটে একটা চাকরী চাও, দিচ্ছি। চিরকাল প্রতিপালন করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। দরিদ্রের পক্ষে বড় মানুষের সুনজরে থাকা ভাল না মন্দ?

রঞ্জন—তাই ত দেখছি, একেবারে শোভিয়েট শাসন-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

তা হয় না রায় বাহাদুর। সকল মানুষ এক ধা'তে গড়া নয়। সোনার লোভে স্বাধীনতা বিকাতে চায় না,—এমন লোক সংসারে দু' একটী আছে। জলন্ত গৃহে থেকে দগ্ধ হয়ে প্রাণ-ত্যাগ করে, তবু দেব-বিগ্রহ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চায় না, এমন অতি মূর্খ কেউ কেউ সংসারে আছে। কুকুরে উচ্ছিষ্ট লোভে মুগ্ধ, কিন্তু সিংহ শিকলে বাঁধা পড়লে রাজভোগেও তুষ্ট হয় না। এ বালকের উপর দয়া করো দাদা। সকল সখই মিটাবার নয়।

কালী—না, এখন আর এ আমার সখ নয়, জিদ্। ঐ দুই বিঘা জমি আমাকে নিতেই হবে। এটা হচ্ছে আমার শক্তির পরীক্ষা।

রঞ্জন—এর উপর আর কথা চলে না। কি বলো উপেন? তুমি দরিদ্র, সুতরাং দুর্ব্বল, নিরুপায়। ছেড়ে দাও বাড়ীটা।

উপেন—না, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। ভিটা আমি দেবো না। দিতাম, যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন,—আমার বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ছিল। এখন লক্ষপতির সঙ্গে যুঝে দেখবার মতন আমার সাহস হয়েছে। রবি ঠাকুরের নকলগড় রক্ষায়, রাজপুত বালক প্রাণ দিয়েছিল। আমি আমার বাস্তমাতার জন্য প্রাণ দেবো।

রঞ্জন—কি কবিতা লিখেছ কবি-সম্রাট? এই বালকের বলি-ব্রতের জন্য দায়ী তুমি। রায় বাহাদুর, বালকের মুখের বিদ্যুজ্জ্যোতি দেখে নিরস্ত হও। ঐ দুই বিঘা জমি ফেটে এমন ভূকম্পন উঠতে পারে, যাতে তোমার তিন তালা কোঠাবাড়ী পলকে ধূলিসাৎ হতে পারে।

কালী—তুমি দেখ্‌ছি আমায় ধর্ম্ম উপদেশ দিতে এলে।

রঞ্জন—ক্ষতি কি? ধর্ম্মহীন মূর্খকে পতনের পথে উপদেশ দেওয়া

আত্মীয় জনেব অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বোধ হয় জানো, আমি মানে, বিদ্যায় তোমাব চেয়ে অনেক বড়। আমি স্বাধীনতার লীলাস্থান ইউবোপ ভ্রমণ কবে এসেছি। সেখানে গিয়ে আমি কি শিখে এসেছি জানো? শিখেছি স্বাধীনতার মহত্ত্ব। দেখে এসেছি বহু সত্যিকাবের মানুষ, যারা রাস্তায় জুতামেরামত-কারীকেও মানুষ মেনে শ্রদ্ধা করে। আমি আশা নিয়ে এসেছি, ঐ মানুষের অধিষ্ঠান ভূমিব সংস্পর্শে আমবাও ভবিষ্যতে মনুষ্য পর্য্যায়ে ভুক্ত হবো। তারা সকলে আমাদের দাসত্বের কাড়াকাড়ি দেখে উপহাস করে না, ব্যথা পায়। তাদেরই করুণ দৃষ্টিতে আমি মনুষ্যত্বের আস্বাদ পেয়ে এসেছি। আমার কথা শোনো দাদা! কিছু কাল অপেক্ষা ক'রে দেখো!

কালী—তুমি এতবড় অহঙ্কারী! এও কি সুশিক্ষার গুণ?

রঞ্জন—অহঙ্কারেরও প্রয়োজন আছে। জ্ঞানীর জ্ঞানের অহঙ্কার বোধ না থাক্‌লে, তার উপদেশ অজ্ঞানীর উপর কার্য্যকরী হয় না।

কালী—অপমানিত হয়ে যাবে বিশ্বরঞ্জন; তোমার বিদ্যার বড়াই অন্যত্র গিয়ে করো।

রঞ্জন—কেমন করে অপমান করবে? মেরে না গা'ল দিয়ে?

কালী—মেরে কি; তোমায় খুন কল্লেই বা এখানে তোমায় রাখে কে? তুমিই দেখছি আমার অপমান কত্তে এসেছ। সরে যাও বল্‌ছি, আমি তোমার গোঁসাইগিরি সহ্য করব না। (রিভলবার হাতে লইলেন)

রঞ্জন—ও কি? গুলি করবে নাকি? মানুষ খুন কর্‌বার মতন সাহস কি তোমাব আছে? (সহসা রিভলবার ছিনাইয়া লইয়া) এগুলি ত তারাই পায়, যাদের মানুষ খুন ক'রবার মতন সাহস থাকে না। আঃ! কি শক্তিই দেখ্‌ছি মহাবীরের দেহে! এটা দেখ্‌ছি বোঝাই করা। চল্ উপেন, যথালাভ। [illegible]

বাহাদুরের বাড়ী থেকে দিনে দুপুরে ডাকাতি করা যাক। দাও দাদা, হাতের ঐ হীরার আংটীটা খুলে ; ডাকাতের হাতে পড়েছ।

কালী—বলদেও! বলদেও! দারোয়ান।

বলদেও—(কাঁপিতে কাঁপিতে) গুলি বোঝাই বন্দুক হুজুর। দিজিয়ে, দিজিয়ে, আংটীভি দিজিয়ে। সেলাম বাবা ডাকু মহারাজ!

রঞ্জন—থাক্, আংটীর আর দরকার নেই। এ মারণাস্ত্রটা আজ নিয়ে যাই। মিছামিছি কেন আর ভার বয়ে বেড়াবে? পুলিশে খবর দিয়ে কেন মিছে হাস্যাস্পদ হবে? হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নেয়, কি কেলেঙ্কারী! দেখা যাক না বন্দুকটা ছুড়ে! (গুলি ছুড়িলেন)

বলদেও—আরে বাপ্‌রে! (কাঁপিয়া পড়িল)

কালী—(আসন হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন)

রঞ্জন—(রায় বাহাদুরকে ধরিয়া) আজ যেমন পতন হ'তে তোমায় রক্ষা কল্লুম, প্রার্থনা করি এমনি পতন হ'তে তুমি উদ্ধার পাও দাদা! এই নাও তোমার বন্দুক। এসো উপেন।

উপেন—কি একটা অভিনয় কল্লে দাদা!

রঞ্জন—বিশ্ব-মহাসমরের এ একটু পলকের অভিনয়। এ অভিনয়ের যবনিকা পড়ে, যদি তুমি ঐ দু'বিঘা জমির মায়া ত্যাগ করো।

উপেন—না, জীবন থাকৃতে নয়! মৃত্যুপণ।

রঞ্জন—তবে অভিনয় চলুক।

১ম অঙ্কে ৩য় দৃশ্য

ঝাকা মাথায় উপেন রাস্তায় যাইতেছিল।
কমলকৃষ্ণ তাহাকে ডাকিল।

কমল—দাঁড়াও উপেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

উপেন—বলো, মাথায় বোঝা, বিলম্ব করা চলে না।

কমল—আজ রাত্রে রিহার্সেলে যাবে ত?

উপেন—না, তা'ত সম্ভব হবে না। বাবাকে একলা রেখে আমিত রাত্রি-কালে কোথাও যাই না।

কমল—এ যে নেহাৎ হাসির কথা। তোমার বাবাত খোকাটী নয় যে, একলা ঘরে ভয় পাবে। শোনো, ন্যাকামি করো না। এবার-কার থিয়েটারে বাঁশী বাজনাটা তুমি না কল্লে, সবই পণ্ড হবে। জানোত এবার কাকারাজা তাঁর নিজের লেখা মানসিংহ নাটক-খানা প্লে কর্‌বেন। সম্পূর্ণ অভিনব চমকপ্রদ রসভরপুর নাটক,—কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যাবলম্বনে। তার পর দিন হবে রবি ঠাকুরের রাজারাণী। কাকারাজা চান, দু'খানি নাটকের কম্পিটিশনে কোনখানা কেমন জমে। তুমি বাঁশী না বাজালে, গান কনসার্ট কিছুই জমবে না।

উপেন—আমিত আর বাঁশী বাজাই না। মায়ের শ্মশানে সে সব বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি।

কমল—আরে রাখো তোমার ন্যাকামি। মা কার না মরে থাকে? তুমি বাঁশী না বাজালে কাকারাজা কত ক্ষুণ্ণ হবেন জানোত?

উপেন—কি করবো ভাই? সত্যই আমি বাঁশী বাজানো ভুলে গিয়েছি। আর একজন বাঁশীওয়ালা খুঁজে দেখো।

কমল—এ তোমার নেহাৎ দর বাড়ানো। তুমি গরীব মানুষ, তা জানি। দু' পাঁচ টাকা নেবে নাও। কাকারাজা নূতন নাটক প্লে কত্তে হাজার টাকার পোষাক কিনে এনেছেন। তোমায় দশ টাকা দিতেও তিনি অমত করবেন না।

উপেন—আমি কাকারাজার পায়ে ধরে ক্ষমা চাবো। বাঁশী আর আমি জীবনে বাজাবো না। আমার বাঁশীর সুর কেড়ে নিয়ে মা স্বর্গে চলে গেছেন।

কমল—তুমি বোধ হয় জানো, বাবা তোমাদের উপর খাপা। এর পর কাকারাজাও যদি চটে যান, তবে তোমার অবস্থা কি হ'বে জানো?

উপেন—কি করবো ভাই ? আমি নিতান্ত নিরুপায়। আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করো।

কমল—ভাই ! ভাই আবার কে ? তোমার যে বেয়াদবির মাত্রা নেই দেখ্‌ছি। মোট মাথায় বয়ে বাজারে যাচ্ছ, আবার রাজার ছেলেকে বল্‌ছ ভাই ? একটু মিষ্টি কথা বলেছি কি না, তাতেই একবারে বেড়ে গেছ। আমি যেন তোমার এয়াবকির যোগ্য ? জুতা মেরে বাঁশী বাজিয়ে নেবো। আচ্ছা থাকো। হয় তুমি আমাদের "শ্রীকৃষ্ণ" রঙ্গমঞ্চে বাঁশী বাজাবে, নয় সপ্তাহ মধ্যে ভিটা ছাড়্‌বে।

উপেন—অর্থাৎ তোমাদের কাছে কারু স্বাধীন মত চল্‌বে না। তবে তোমার কাকারাজাকে গিয়ে বলো, জাতি-দ্রোহী দুরাচার মানসিংহের ঘৃণিত চরিত্র যে নাটকের প্রধান অংশ, সে নাটকের অভিনয়ে বাঁশী বাজাতে আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসে। তাঁকে পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে আর একখানা নাটক লিখ্‌তে বলো, তার নাম রাখ্‌তে বলো, "ক্লাইব বীরের ধর্ম্মের জয়।"

কমল—বটে ! তুমি আবার মস্তবড় সমালোচকও হয়ে উঠেছ দেখছি। আচ্ছা দেখে নাও। (প্রস্থান)

(ফুটবল প্লেয়ার রতন ও মাণিক আসিল)

রতন—উপেনদা, উপেনদা, শোনো শোনো।

উপেন—আমি বড় ব্যস্ত।

মাণিক—আরে বাজারের সময় এখনও হয় নাই। দাঁড়াও দেখি, তোমার বোঝাটা নামিয়ে দেই।

রতন—জানোত, এবার আমাদের টিমের সাথে রেলওয়ে টিমের ফাই-ন্যাল গেম্। এখন তোমায় ফিল্ডে দুই এক দিন না নাম্‌লেত চলে না।

উপেন—আমিত ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়েছি।

মাণিক—সে আর চলে না দাদা। তুমি না হ'লে হাফ্ব্যাকে কে খেল্‌বে?

উপেন—অসম্ভব! আমি মায়ের শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনও খেলা বা উৎসবের সংস্রবে আমি যাবো না।

রতন—আরে তোমার প্রতিজ্ঞা! স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হবেন প্রেসিডেণ্ট।

উপেন—কি করবো রতন। ফুটবল খেলতে যে আর আমি পারি না।

মাণিক—বলো কি? তোমার মত প্লেয়ার এ জেলায় আর নাই। সে বারত তোমায় মোহনবাগানে নিতে চেয়েছিল। কি প্রস্‌পেক্‌ট্‌টা নষ্ট কল্লে তুমি! এত দিনে তুমি কি হয়ে যেতে?

উপেন—নারে মাণিক, ও খেলা আর আমার ভাল লাগে না।

রতন—কি ফুলিশ তুমি? এতদিনে হয় পুলিশে, না হয় রেলে তোমার মোটা মাইনের চাকরী হয়ে যেতো। ঐ ত সোনা সরকারের ত্রিশ টাকা মাইনে হয়ে গেল। একটা নেহাৎ গণ্ডমূর্খ। এবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নজরে তুমি পড়্‌বেই পড়্‌বে।

উপেন—মাপ করো ভাই। ঐ খেলার নেশাটা কাটাতে আমায় কঠোর সাধনা কর্ত্তে হয়েছে। আর ওদিকে টেনে নিও না।

মাণিক—সাধনা! মস্তবড় সাধক দেখ্‌ছি তুমি, শেষটা যোগী সন্ন্যাসী না হয়ে পড়ো।

উপেন—জানো না মাণিক, কি আকর্ষণ শক্তি ঐ খেলায়? আমার মা যখন মরণশয্যায়, তখনও আমি তাঁকে ফেলে খেলার মাঠে চলে গিয়েছি। মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখি,—মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট কচ্ছেন, তাঁর কাশিতে সকল শরীর মাখা, চ'কের ধারায় বুক ভাসা। মায়ের প্রাণে এসেছিল বুক-ভাঙ্গা অভিমান, কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন নাই। সেইদিন, সেই সাধনায়,—সঙ্কল্প নিয়েছি,—আর কখনও ফুটবল স্পর্শ করবো না।

রতন—হাসালে তুমি। তুমি তবে বল্‌তে চাও ফুটবল খেলা অতি মন্দ! একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ের যে মান, বড় বড় জজ্‌ ব্যারিষ্টারেরও সে মান নেই।

উপেন—তা জানি। বেশ বুঝতে পেরেছি, সমগ্র জগতে ফুটবল যে মহিমা পেয়েছে, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট, চৈতন্যও তা পান নাই। কিন্তু এ খেলা সুখী জনের, স্বাধীন জাতির; আমাদের মতন অন্নহীন দরিদ্র পরাধীন জাতির ওতে কোনও কল্যাণ নাই। রাজভোগ রাজার পক্ষে, দরিদ্রের পক্ষে শাক্ ভাতই যোগ্য।

মাণিক—স্বাস্থ্যের উন্নতি না হ'লে, ভেতো বাঙ্গালী কোনও দিন কি মানুষ হতে পার্‌বে? এমন স্বাস্থ্য-বৃদ্ধিকব খেলা আর আছে?

উপেন—না, ওতে শরীর বা মনের কোন স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়, তা আমি মনে করি না। উন্মাদনায় মত্ত হয়ে যখন মাঠে নামি, তখন দেহে সিংহের বল আসে। মাঠ থেকে উঠলেই একবারেই অবসন্ন! আমি নিজেও বুঝে নিয়েছি, আমার মুমূর্ষু মায়ের রোগে সেবা কর্ত্তে গিয়ে আমি বহুবার অবসন্ন হয়ে পড়েছি! খেলা ত্যাগ করবার পর যে কয়টা দিন মা বেঁচেছিলেন, সে ক'দিন তাঁর সেবায় আমার ত্রুটী হয় নাই, এ আমার বিশ্বাস। এই সময়ে আমি বেশ অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি, এ পর্য্যন্ত কোনও নাম করা ফুটবল প্লেয়ারকে কোনও বীরত্ব বা মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে শুনি নাই। ওতে যেন যুবকের মন আরও বিপথের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যে স্বাস্থ্যে বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব নাই, সে স্বাস্থ্যে কি প্রয়োজন?

রতন—বটে, তুমি দেখি আবার বড় বড় রাজনীতির বুলি ঝেড়ে দিলে। তুমি তবে ফুটবলটা একেবারে তুলে দিতে চাও?

উপেন—কি সাধ্য? যতদিন মানুষ আছে, ততদিন ফুটবল আছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই বড় বড় পণ্ডিতজন মাদক দ্রব্যের অবজ্ঞা ব্যাখ্যা করে আস্‌ছেন, তবু ত সভ্য সমাজ থেকে মাদকের উচ্ছেদ হয় নাই। ফুটবলের এমনি মোহিনী শক্তি যে, এতে খেলার নেশার চেয়ে খেলা দেখার নেশা আরও প্রবল। খেলে ত বিশ বাইশ জনে, বিশ হাজার ভিড় করে খেলা দেখ্‌তে। আমি দেখতে পাই, খেলার মরশুমে যারা দিন মজুর, গরীব চাষা, তারাও এক বেলা বই কাজ করে না। অনেক মজুরকে আমি মাঠে খেলা দেখে বাড়ীতে গিয়ে উপোস ক'রে থাকৃতে দেখেছি। আমার ত মনে হয়, ঐ খেলায় দেশের শতকরা নব্বই জন যুবককে এমনি মজিয়ে রেখেছে যে, তারা কোনও উচ্চতর চিন্তা কর্‌বারও অবসর পায় না। আমার মরণ-পথযাত্রী মায়ের মৃত্যুশয্যায় বসে, আমি এক মাস কাল এই চিন্তা ক'রে দেখেছি, দীর্ঘ পরাধীনতায় যে জাতির মেরুদণ্ড ভগ্ন, ফুটবলে অঙ্গচালনায় সে জাতির কোনও উন্নতির আশা করা যায় না। এটা যেন যুবকদিগকে মজিয়ে বেহুস্ রাখার একটা কৌশল!

রতন—ব্রেভো! উপেনদা এবার একটা দেশবন্ধু টন্ধু না হ'য়ে যাচ্ছে না। ওঃ! অদ্বিতীয় বক্তা, অরেটর।

মাণিক—ডিক্টেটর, কণ্ডাক্টর, ডিমনোষ্ট্রেটর, রেক্টর!—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! জিন্দাবাদ! উপেন, তুমি মনে করো না যে, তুমি না হ'লেই আমরা খেলায় হেরে যাবো? তোমায় একবার দেখে নেবো! মানুকে, রতনের ভয়ে রায়বাহাদুরও কাঁপে।

উপেন—তাও জানি ভাই। আমাদের ত এ গাঁ থেকে উঠে যাবারই অবস্থা হয়েছে।

(বাসু নামক আর একটী বালক আসিল)

বাসু—তোমাদেরই খুঁজ্‌ছি, আমি বড় বিপন্ন।

মাণিক—কি হয়েছে ?

বাসু—আমার মার ঘোরতর কলেরা। আমরা মাত্র দু'টী ভাই, আরত কেউ নেই। ছোট ভাইটী একেবারেই ছেলে মানুষ, একলা তাকেই মার কাছে রেখে আমি যাচ্ছি ডাক্তারের বাড়ী। তোমরা একটু আমাদের বাড়ীতে চলো। আজকার রাত্রিটা তোমরা আমাদের বাড়ীতে না থাকলে, আমাদের আর উপায় নাই।

রতন—সর্ব্বনাশ! তোমার মাকে আবার কলেরায় ধরেছে। তবেই হয়েছে। উপেনের মা মরে ত ওকে একেবারেই নিরামিষ সন্ন্যাসী ক'রে দিয়েছে। আর তোমারও মা টার যদি গঙ্গা লাভ হয়, তবেই হয়েছে! হাফ্‌ ব্যাক গেল, আবার গোল-কিপার তুমিও যদি যাও, তবেই দেখ্‌ছি এবারকার টুর্ণামেণ্টটা মাটি হয়ে গেল।

উপেন—আশ্চর্য্য! যা'ক অন্ততঃ খেলার দিকটা ভেবেই, একবার চেষ্টা করে দেখো, বাসুর মাকে যাতে বাঁচানো যায়।

মাণিক—আমিত বাবাকে একবার না বলে এখন যেতে পারি না।

উপেন—তাইত আমরা সকল কাজেই বাবার অনুমতি নিয়ে চলি কিনা ?

মাণিক—তুমি কথা বল্‌তে এসো না বল্‌ছি।

রতন—আমার এখন গিয়ে পড়্‌তে বসতে হবে। সেবারকার মত এবার পরীক্ষাটা ফেল কল্লে, বাড়ীতে আর যায়গা হবে না। (প্রস্থান)

উপেন—তোমাদের বোধ হয় কলেরা রোগীর কাছে ঘেঁসতে ভয় করে, কেমন মাণিক ?

মাণিক—না, ভয়,—তা না, ভয় এমন কি ? (প্রস্থান)

বাসু—কি করি এখন উপেন দা ?

উপেন—ভয় পেয়োনা বাসু, যাও তুমি ডাক্তার বাড়ীতে। আমি যাচ্ছি তোমাদের বাড়ী, বাজারে যাওয়া আজ হলো না।

বাসু—রাত্রিকালে কি হবে দাদা ?

উপেন—ভয় কি ? আমি থাক্‌বো তোমাদের বাড়ীতে।

বাসু—তুমিত তোমার বাবাকে একলা রেখে রাত্রিকালে কোথাও থাকো না ; তোমার বাবাও যেতে দেন না।

উপেন—নারে বাসু, বাবা আমায় কোথাও যেতে নিষেধ করেন না। তুই যা, দৌড়ে যা। তোমার মাকে বাঁচাতে যমের সাথে লড়াই করবো। বাসু ! মা-হারা হওয়া কি, তা আমি জানি !

১ম অঙ্কে—৪র্থ দৃশ্য

মাঠের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া একজন কৃষক গান করিতেছিল।

কৃষক (গীত)

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী। (মরি হায়রে।)
ফাগুনে তোর আমের বোলে ঘ্রাণে পাগল করে,
আশ্বিনে তোর ধানের ক্ষেতে কি দেখিলাম মধুর হাসি !
(মরি হায়রে) ইত্যাদি।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন—ভাল গানটীত। এ গান তোমায় কে শেখালে ভাই ?

কৃষক—কেগা তুমি সাধু বাবাজী ? এ গান আমি শুনে শুনে শিখেছি। গানটী বড় ভাল লাগে, সকল সময় মনে আসে না, গাইতেও ভাল জানি না—তবুও এই গান গেয়েই চাষের কাজে বল পাই।—গানটার সব পদ মনেও নাই।

রঞ্জন—এ ক্ষেতখানি তোমার ?

কৃষক—হ্যাঁ প্রভু! এবার মা লক্ষ্মী চরণ ধূলি ঝেড়ে গেছেন।

রঞ্জন—এখন এই ক্ষেতের ধানগুলি যদি কারু গরুতে খেয়ে যায়?

কৃষক—আমি তার মাথায় লাঠি মারি, তাইত পাহারা দিচ্ছি।

রঞ্জন—তুমি মনিব মহাজনের কিছু দেনদার নাইত?

কৃষক—তা কিছু আছি বই কি? গেলো বছরের অজন্মায় মনিবের খাজনা বাকী পড়েছে।

রঞ্জন—তবে এই সোনার ফসল দেখে, তা'রইত আনন্দের কারণ হয়েছে বেশী। মনিব মশাই এ ফসল ক্রোক করে নেবেন না?

কৃষক—তা নিতে পারেন। তা হ'লে না খেতে পেয়ে মরা ছাড়া আর আমার উপায় কি?

রঞ্জন—এমন না খেয়ে কেউ মরেছে?

কৃষক—মরেছে বই কি? কত মরেছে। গেলো বছর চার আনা ফসলও ফলে নাই। কিন্তু তার অর্দ্ধেক বেচে মনিবের ধার কতক শোধ কর্ত্তে হয়েছে। একরূপ না খেয়েই সারা বছরটা কাটাতে হয়েছে। বুড়ী মাটা, আর একটা বারো বছরের ছেলে গঙ্গায় দিয়েছি। সবাই জানে রোগে মরেছে, আমি জানি, না খেয়ে মরেছে। নইলে সে রোগে মানুষ মরে না। আঃ!

রঞ্জন—না, চক্ষের জল ফেলো না। বুকে সঞ্চিত ক'রে রাখো। একদিন কোটী চক্ষের জলে বন্যা ব'য়ে যাবে, তাতে ভেসে যাবে আমাদের অট্টালিকা কোঠাবাড়ি। শোনো আমি একটী গান গাই। (গীত)

এইত মাটী সোনা খাটী বুকটী তাহার কাশী ঠাঁই,
কালো ছায়ায় বাঁকা গাংটী ঐ ত আমার গঙ্গা মাই।
পায়স পিষ্টক ক্ষীর নবনী মণ্ডা মিঠাই কতই খাই,
সকল মধু যোগায় আমার পল্লী মাটীর লক্ষ্মী গাই।
হারে রাজা উজির বাবু মিষ্টার, তোমাদের কল কলমের বাদশাই,

পল্লী যদি লাঙ্গল গুটায় তবে সকল হবে ছাই।

(হারে) পল্লীব বুকের ঘাসের রসে এ সব রাজাগিরির রোসনাই।

কৃষক—গানটীত বড় ভাল। তুমি কোথায় শিখলে?

রঞ্জন—তোমার ঐ গানের ওস্তাদের কাছে আমার শেখা। অমন ওস্তাদ আর জন্মে না। ঐ গুরুরই আমি শিষ্য। কেমন শিষ্য তা জানো? গুরুও আমায় চেনেন না, আমিও গুরুকে দেখি নাই। সেকালে একলব্য নামে একটা দুষ্ট ছেলে, রাজগুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছিল, তাঁ'র অন্তরীক্ষে থেকে। গুরুশিষ্যে ছিল না চেনা-চিনি। আমিও তেমনি ঐ গুরুরই অচেনা শিষ্য।

কৃষক—তোমার, আপনার বাড়ী কোথায় ঠাকুর?

রঞ্জন—আমার বাড়ী? আমার বাড়ী ঐ অনেক দূরে, তিন তালা কোঠায়।

কৃষক—তা বুঝেছি তুমি রাজা লোক। তবে এমন একলাটী রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?

রঞ্জন—সে বাড়ীটা পড়ো পড়ো দেখে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি।

কৃষক—এ যেন কি ভাবের কথা। এখন তুমি যাবে কোথায়? এই রাত কাল!

রঞ্জন—ভাবছি, আজ তোমার বাড়ীতে অতিথি হবো।

কৃষক—আমার এমন ভাগ্যি হ'বে? আচ্ছা গোঁসাই, তুমি বল্‌তে পারো, আমাদের এই দুঃখের কপাল কি কোনও দিন ফিরবে?

রঞ্জন—আমি যদি বলি ফিরবে, তা বিশ্বাস করবে?

কৃষক—তা করি বই কি। তোমরা সাধু গোঁসাই মানুষ,—আর শাস্ত্রেও বলে চিরকাল কারু দুঃখ থাকে না।

রঞ্জন—আর আমি যদি বলি, এ দুঃখ যাবে না?

কৃষক—তাও মনে হয়! তবে ভগবানের দুনিয়ায় চিরকাল নাকি কারু দুঃখে যায় না।

রঞ্জন—এই বিশ্বাসেই দুঃখ ভোগের শক্তি আসে। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাওত। আজ যদি তোমার এমনি একশ খানা ক্ষেত হয়, তার কারকিত অবশ্য তুমি একলা কর্ত্তে পারো না। তোমাকে মুজুর মাইনে করে নিতে হয়। সেই মুজুর তার শ্রম দিয়ে তোমায় দৈনিক পাঁচ টাকার ফসল জন্মিয়ে দেয়। তাতে তুমি তাকে পাঁচ আনার বেশী মুজুরী কি দাও?

কৃষক—তা কেউ দেয় না।

রঞ্জন—তোমাদের দুঃখের দিন ফিরতে পারে,—সে কবে তা জানো? যদি কখনও মালিক মহাজন মুজুরেব মুখ চেয়ে আপনার বিলাস আরাম কিছু খাটো করে, তাকে পেট পুরে খাবার মতন মুজুরী দিতে কর্ত্তব্য বোধ করেন। অথবা যেদিন সমস্ত মজুরগণ আধ পেটা খেয়ে অর্দ্ধমৃত জীবন যাপন না করে, সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে মরণ-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তে পারে।

কৃষক—তা কি কখনও হতে পারে?

রঞ্জন—একদল আশাবাদী তরল-মতি লোক এমনি একটী বিশ্বাসের বশে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। হয়ত তাদের আশাও সফল হতে পারে। এখন চলো, বেশী রাত হয়ে যায়।

কৃষক—যাবেত? কিন্তু আকাশে মেঘ উঠেছে। জল যদি আসে, তবে চালায়ত জল মানাবে না। রাজা মানুষ তুমি, তোমার বড় কষ্ট হবে।

রঞ্জন—তোমরা কেমন করে থাকো?

কৃষক—জোংড়া, ক্যাথা মুড়ি দিয়ে কোনও রূপে বসে কাটাতে হয়।

রঞ্জন—তবে থাক, তোমার বাড়ী গিয়ে কেনই বা কষ্ট পেতে যাই। কোন্ বাড়ীতে নাকি একটী বুড়ী কলেরায় মরে, আমায় সেই বাড়ীটা দেখিয়ে দাও। তারা লোক পেলে ডেকে নেবে।

কৃষক—তা চলো বাবাজি, তাদের বড় বিপদ। ছোট্ট দুটী ছেলে, মাটা

যায় যায়। তুমি সাধু গোঁসাই, মাটাকে যদি বাঁচাতে পারো। চলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

রঞ্জন—তুমি যাবে ঐ ওলাউঠার বাড়ীতে? তোমায় যদি রোগে ধরে?

কৃষক—তা বলে এমন বিপদ কালে মানুষের বাড়ী যাবো না? মরতেই ত জন্মেছি। বারো বছরের ছেলেটী দু'দিনের রক্তামাশায় মরলে, তাকেত একলা বুকে ব'য়ে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে এলুম। কই, আমিত মরিনি। আমাদের মতন দুঃখীকে যমে ভয় করে। তুমি চলো।

রঞ্জন—মা, মাগো! এ সময়েত না ডেকে পারি না। এই সরল কৃষকের পুণ্যে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো মা। এ দুটী নিরুপায় সন্তানের মাটীর জীবন দান দাও মা। এইরূপ নিরুপায় কালেত মানুষ মায়ের উপর নির্ভর না করে পারে না মা? চলো।

১ম অঙ্কে—৫ম দৃশ্য

মাধব পণ্ডিত প্রাতঃস্নান করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করিতেছিলেন।

মাধব— যা দেবী সর্ব্বভূতে সুবুদ্ধিরূপে ন সংস্থিতাং
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতে সুনিদ্রারূপে ন সংস্থিতাম্
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

(সাধু নামক এক জেলে একটী মৎস্য হাতে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সাধু তোৎলা এবং বোকা।)

সাধু—প্রণাম পণ্ডিত বাবাজি।

মাধব— রক্তবীজ বধে দেবি চণ্ডমুণ্ড বিলাসিনী
রূপং দেহি ধনং দেহি জয়ং দেহি দিশা দেহি।
দেহ সৌভাগ্যমারোগ্য দেহ দেবি পর সুখম্
রূপং দেহি ধনং দেহি জয়ং দেহি দিশম দেহি।

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্ব্বার্থ সা ধিকে,
শরণ্যেত্র্যং বকে গৌবি নাবাযণ নমঃ স্তুতে।

সাধু—প্রণাম পণ্ডিত ঠাকুর।

মাধব—যা বেটা বেল্লিক, ছোট লোক কোথাকার। দেখছিস্ না আমি আহ্নিক কচ্ছি। একেবাবে জ্ঞানকাণ্ড নেই।

সাধু—আজ্ঞে একটু গণাপড়া, বড় আফালে পড়েছি।

মাধব—তা বুঝেছি, প্রণামী কই?

সাধু—আজ্ঞে এই সিকিটি, আব এই মাছটী?

মাধব—এঃ! এক সিকিতে গণা? যেমন দান তেমন দক্ষিণা। আর একটা মাছ দিস্। তোব কিছু হাবিযেছে? একটা ফলেব নাম কর

সাধু—আমড়া।

মাধব—আ-ম-ড়া। অস্তি গোদাববী তীরে জস্তলা নামে রাক্ষসী। যস্মরণ মাত্রে নগর্ব্বিনী বি শল্যা ভবেৎ। সাতে তিনে দশ, দশে পাঁচে পনর, পনব মানে পক্ষ, পক্ষে হ'লো দুই, চার দুনো আট, আটে কাঠ, একে শূন্য ত্রিপাপ, বাঁচাবাঁচি নাইরে বাপ। সে আব পাবিনে, শিকল দিযে বেঁধেছিলি বে?

সাধু—শিকল কোথায় পাই বলো? দডি দিয়ে বাঁধা ছিল।

মাধব—তবেইত চোবে নেবে। ও আর পাবি না,—তবে কিনা অর্থাৎ চোরে তার ডালি, গুরো বদ্‌লে ফেলেছে।

সাধু—কি বলো তুমি? বলদেব আবাব ডালি, গুরো কি?

মাধব—বজ্জাতি কর্ত্তে এসেছ? জেলেব আবাব ও থাকে? জেলের থাকে ডিঙ্গি, তা নিযেছে চোরে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোরে তা বেয়ে বেড়াচ্ছে, চোব তিন জন।

সাধু—আরে তোমার গণার ছিরি! আমার পঁচিশ টাকার গাড়িটানা বলদটা তোমার হয়ে গেল ডিঙ্গি। সে দিন মানুকে কলুর বাড়ী থেকে পঁচিশ টাকায় কিনে আন্‌ছি।

মাধব—তবে রে হারামজাদা।

সাধু—ও কি? গালাগালি পাড়ো ক্যান? আমার গাড়ী-টানা বলদ মশাই—ঘানি ঘোরে না, তাইত কলু বেটা বেচে দিলে সস্তায়।

মাধব—আরে গুখেগোর বেটা?

সাধু—বাবা তুলে কথা? তুমি আবাব দৈবজ্ঞি? পণ্ডিত না বলদ।

মাধব—তবে কিনা, তবে কিনা, অর্থাৎ কিনা,—শালা বেয়াদব।

সাধু—তবে রে বলদাই বামন, আমার সিকি ফ্যাল্।

মাধব—তবে কিনা জুতিয়ে লাস করবো।

সাধু—এক থাবড়ে তোর মুখ সিদা কববো। আমাব সিকি দে।

(সিকি কাড়িয়া লইবাব চেষ্টায় দুইজনে হাতাহাতি বাধিল।)

(বলদেও সিংএর প্রবেশ)

বলদেও—আবে ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া? এছা ষাঁড়কা লড়াই কাহে কর্ত্তে হো? ছোড় দেও, ছোড় দেও।

সাধু—দেখোত সিংজি, বলদাই বামুনটা গণ্তি পারে না, আমার সিকি ফাকি দিয়ে নেবে, আরও গাল দেবে। আমি সাধু মাঝি, ওকে রেয়াত কববো?

মাধব—দেখোত ভাই হনুমান সিং, জেলেটা আমাকে বেইমান করে।

বলদেও—হনুমান তোহার বাবা হোতে হৈ।

সাধু—দেখো বাবা, বীর হনুমান, বজ্জাত ব্যাটার বজ্জাতি আমি ভাংবোই।

বলদেও—হামার নাম বলদেও সিং, ও নাম নেই।

মাধব—বীর হনুমান, ঐত ভাল নাম।

বলদেও—হনুমান তোহার বাবাকা নাম।

মাধব—বাবা বল্তে রাজী আছি, নামটী বদলাও বাবা।

বলদেও—তব্ তোহারা নামভি বদলাও, তোহারা বাবার নামভি বদলাও।

মাধব—দেখলি বাবা সাধু, মেড়ুয়াবাদী করে বাঙ্গালীর অপমান। তুইও বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী। তোর গায়ে যে বল, ছাতুখোরটাকে মারত এক থাবড়। এই নাও ভাই তোমার সিকি।

সাধু—মরগে তোরা বাঁদর বলদে লড়াই করে। (প্রস্থান)

বলদেও—রায় বাহাদুর বোলাতা। ফিন ওবাৎ মগর নেহি বোলো।

(প্রস্থান)

মাধব—যাই রাজবাড়ী; শালা মেড়ুয়াবাদীর নামে এমন বদনামি করবো, যাতে রায় বাহাদুর ওকে ডিস্‌মিশ করে।

দ্বিতীয় অঙ্কে—১ম দৃশ্য

একটী গ্রাম্য ছোট নদীর তীরে দাঁড়াইয়া রঞ্জন
আবৃত্তি করিতেছিলেন।

রঞ্জন— ওরে অগাধ বাসনা, অসীম আশা, জগৎ দেখিতে চাই,
জাগিয়াছে সাধ, চরাচরময়, প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যতো প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যতো কাল আছে বহিতে পারি,
যতো দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই? পরাণের সাধ তাই।
কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ডাকে যেন, ডাকে যেন, সিন্ধু মোরে ডাকে যেন,
আজ চারিদিকে কেন কারাগার হেন!
ঐ যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, তোরা কে আসিবি আয়।
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা।

সারা প্রাণ ঢালি দিয়া, জুড়ায়ে জগৎ হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।”
আমি যাবো, আমি যাবো, কোথায় সে কোন্ দেশ,
জগতে ঢালিয়া প্রাণ, গাহিব করুণা গান।
উদ্বেগ অধীর হিয়া, সুদূর সমুদ্রে গিয়া,
সে প্রাণ মিশাবো, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর, একি কারাগার ঘোর?
ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর,
আজ কি গান গেয়েছে পাখী, এসেছে রবির কর?

(ত্রস্তপদে উপেন আসিল)

উপেন—শুনেছ দাদা?

রঞ্জন—শুনেছি।

উপেন—বাঃ! কি শুনেছ?

রঞ্জন—শুনেছি, তোমাদের বাড়ীঘর রায় বাহাদুর নিলামে কিনে নিয়েছেন।

উপেন—সব শোনো নাই।

রঞ্জন—সবই শুনেছি। রায় বাহাদুর লোক লস্কর নিয়ে তোমাদের আম বাগান দখল কর্ত্তে আস্ছেন।

উপেন—কবে তুমি শুন্লে? তুমিত দেশে ছিলে না আজ দু'বছর।

রঞ্জন—সেই প্রবাসে বসেই শুনেছি। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের পর থেকেই শুনে যাচ্ছিলুম। তোমার বাবার দেনার দায়ে রায় বাহাদুর আদালতের ডিক্রী নিয়ে তোমাদের আম বাগানটা ক্রোক দখল করে বসেছেন।

উপেন—আমার বাবার দেনা? কিসের দেনা?

রঞ্জন—দেনা সব সময়ে দেনাদারের প্রয়োজনে হয় না; মহাজনের প্রয়োজনেও হয়।

উপেন—তুমিত এ কথা কখনও আমাদের জানাও নাই।

রঞ্জন—আমিত কোট্‌না নই যে, একজনের গোপন কথা আর একজনকে বলি। আর কালীকৃষ্ণ আমার মাসতুতো ভাই।

উপেন—আশ্চর্য্য! আমাদের এমন সর্ব্বনাশের কথাটা জেনেও তোমার বলা উচিত ছিল না?

রঞ্জন—বলে কোনও লাভ ছিল না। আমি হয়ত জ্যোতিবিদ্যায় গণে বলে দিতে পারি, তুমি করে মরবে। কিন্তু সে কথা বলে দিয়ে তোমার জীবিতকালের সম্ভোগ আরাম আহত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ বলে আমি মনে কার। ফাসীর আসামীকে হুকুম জানিয়ে রাখার চেয়ে, সামরিক আইনে তখনই গুলি করা বরং হৃদয়বানের নিদর্শন।

উপেন—আমি তোমার ব্যবহারে বিস্মিত হচ্ছি।

রঞ্জন—কারণ?

উপেন—তুমি আমাদের এত বড় বিপদ জেনেও গোপন রেখেছ। এ কি মাসতুতো ভাইয়ের হিতার্থে?

রঞ্জন—অথবা তার কিছু টাকার প্রলোভনে। বলে যাও। আরও বল্‌ছি, যে আদালতে তোমাদের নামে ডিক্রী হয়, আমি সেখানে উপস্থিত থেকে জেনে শুনেই বিদেশভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। আবার ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি।

উপেন—আমি এ নিলাম রদ কর্‌বো।

রঞ্জন—উকিল বাড়ী গিয়েছিলে?

উপেন—না, যাই নাই, যাবো। তোমার কাছে তাই আগে এসেছি। তুমিও ত একজন ব্যারিষ্টার।

রঞ্জন—আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে?

উপেন—বলোত শুনি।

রঞ্জন—এ নিলাম রদ হবে না।

উপেন—এত বড় অবিচার?

রঞ্জন—অবিচার কি? ধনবান্ মানবানের সখ হয়েছে তোমার আম বাগান কেটে প্রমোদ-বাড়ী গড়ে তুল্‌বার। তার জন্য মূল্যও দিতে চেয়েছিলেন; তুমি গোস্তাকি করে তা নিলে না। তার পর শক্তিমানের শক্তি-পরীক্ষা। দস্তুরমত আর্জি, ডিক্রী, নিলাম। ধনের মালিক পারিশ্রমিক দিয়ে মুজুর খাটাতে চান, যে খাটে সে বাঁচে, যে না খাটে অভিমানে মেতে, সে অনাহারে মরে। এত অবিচার নয়।

উপেন—এ যে সব জাল।

রঞ্জন—জালই সৃষ্টির আদিম কল,—যা কোনও ষ্টিম্ বা ইলেক্‌ট্রিকে চলে না। কিন্তু জেলে ঐ জালেই মাছ ধরে আস্‌ছে।

উপেন—রঞ্জনদা, এমন বিপদকালেও যে তোমার কাছে এমন ব্যবহার পাবো, তা যে বিশ্বাস কত্তেও পাচ্ছি না। তুমিও তবে সুবিধাবাদী?

রঞ্জন—করে যা গালাগালি। কিন্তু আমার জ্যোতির্বিদ্যায় যা বলে, তার অন্যথা করে আমি চল্‌তে পারি না।

উপেন—কি বলে তোমার জ্যোতির্বিদ্যায়?

রঞ্জন—তাত আমি বলি না।

উপেন—আমি দেবো না আমার সোনার জন্মমাটী।—আমি দেবো না ডাকাতি করে নিতে—আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার জননী! আমি দেবো না তার বুকে পিশাচকে নৃত্য কর্ত্তে। ঐ দুই বিঘা জমি আমার রাজ্য; ঐ আমার স্বাধীনতার রাজধানী। কোনও স্বাধীন জাতির রাজধানীর উপর যদি কোনও দুর্দ্ধর্ষ আততায়ী আক্রমণ করে, তবে যে শক্তি নিয়ে সমগ্র জাতি মৃত্যুপণে সেই আক্রমণ ব্যর্থ কর্ত্তে চেষ্টা করে, সেই শক্তি নিয়ে আমি আমার স্বাধীন রাজ্য রক্ষা করব্‌বো।

রঞ্জন—বেশ।

উপেন—তোমার এতে দুঃখ হচ্ছে না?

রঞ্জন—উনচল্লিশ কোটী নিরনব্বই লক্ষের এই দুঃখ। এত দুঃখ কর্‌বার চক্ষের জল আমি পাই কোথায়? বরং আমার জ্যোতির্বিদ্যা সার্থক হচ্ছে বলে, আনন্দ হচ্ছে।

উপেন—এর কোনও প্রতীকার নাই?

রঞ্জন—আছে,—যদি অন্ততঃ এর এক কোটী লোকের অস্থি দিয়ে কখনও শক্তিশালী বজ্র তৈরী হতে পারে।

উপেন—তবে সেই বজ্রের প্রথম অস্থি আমার। কিন্তু দাদা—

রঞ্জন—দাদা কি? দাদা ডাকে আমি মোটেই খুসি হই না, ব্যথা পাই।

উপেন—তবে কি ডাক্‌বো?

রঞ্জন—এমন ডাক ডাকো, যাতে হৃদয় বা মমত্বের গন্ধ বা স্পর্শ না থাকে। আমায় মাষ্টার বা ক্যাপ্‌টেন বলো। ক্যাপ্‌টেন পারে তার কর্ত্তব্যের মুখে অতি অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীকে হত্যা কর্ত্তে।

উপেন—তবে তাই, তবু তুমি দেখো আমার বাবাকে। (প্রস্থান)

রঞ্জন—(স্বগত) বারে জ্যোতির্বিদ্যা। তুমি সার্থক। পীড়িতের প্রাণ দানে চমৎকারিত্ব আছে। ছেলেটাকে বাঁচালে বাঁচানো যায়,—ধরে বেঁধে রেখে। ওদের খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌বারও আমার সামর্থ্য আছে; কিন্তু কাজ নাই। কালী বলি পেলেই তুষ্ট, ছাগ মহিষের জীবন বলিতেই সার্থক। ভিখারীর জীবনের চেয়ে মরণেই বরং সার্থকতা। এমন বলিদানি খাড়াতি যদি কেউ আস্‌তো যে, এই মাটী খানা বলির রক্তে ধুয়ে সাগরের জলটা লাল করে দিতে পারত! (গীত)

তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

তোর আশা লতা পড়বে ছিঁড়ে,

হয় তো রে ফল ফল্‌বে না,
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে, অমনি কি তুই আস্‌বি চলে?
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে, হয়ত দুয়ার খুল্‌বে না,
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

গোবিন্দরামের আমবাগানে একদল কুঠারী মুজুর,
সঙ্গে বলদেও সিংহ ও মাধব।

মুজুরগণ— (গীত)

আর কিছু নাই, গতর আছে, গতর খেটে খাই,
পেট ভরে না, বেঁচে আছি, আধ পেটা যা পাই।
আমরা কুড়ুল মারি, মাটী খুড়ি, ফসল লাগাই মাঠে,
তাতেই বাঁচি প্রভুর দয়ায় দিন মুজুরী যা জোটে।
চাষের বেলায় আমরা কাজী, ফলের ভাগে আমরা নাই।
ভাল মন্দের ধার ধারিনে, খাটনি হলেই কড়ি,
কালো বউ পথ চেয়ে রয়, চড়িয়ে ভাতের হাড়ি।
এমন মাগ্যি বাজার, তবু ভাগ্যি বেকার হয়ে বসে নাই।

বলদেও—লাগাও টাঙ্গি, বেলকুল আমবাগান তোড় দেনে হোগা।

সরদার—সব গাছ বোল-ভরা, কাট্‌লে বড় গুণাগার।

বলদেও—আরে রাখ্‌ দেও তেরা ধরম্‌কা বাৎ। আট আনা রোজ মুজুরি।

সরদার—তা বই কি, আমরা কলুর বলদ, বাধা চোখেই ঘান টানি।

মাধব—চুপ রও বেয়াদব, একটা যা না তা।

সরদার—রাগো কেন পণ্ডিতজি! পাপ পুণ্যি জেনে আর কি হবে? কপাল, কপাল—বড় মানুষ পাঁঠা খায়, বলি দেয় তা কসাই। বলদ যদি চখে দেখতে পায়, তবে কি আর সোজা হয়ে ঘান টানে?

মাধব—হারাম খোর, বেহায়া, বেয়াদব, বেয়াড়া, বেল্লিক।

সরদার—বারে, একেবারে যে সিং নেড়ে তেড়ে এলে? এই কুড়ুল দেখেছ? যারা বোল ভরা গাছে কুড়ুল মারে, তারা বামুনের ঘাড়েও মারতে ডর করে না।

মাধব—এ্যা, এ্যা, দেখোত বাবা হনুমান সিং।

সরদার—হনুমান সিং নাকি? বলদাই সিং আবার হনুমান হলো করে? লঙ্কার খবর এনেছ? লঙ্কার খবর কও শুনি, সীতা বড় জনম দুখিনী।

বলদেও—হেই শালা লোক, মুখ সামাল, শূয়ারকা বাচ্চা।

সরদার—তুমিও সামাল—তুমি হনুমান হও, আর বলদাই হও, মান তুড়ে কথা বলো না বল্‌ছি। যে ষাঁড়ের বাচ্চা সেই পরকে বল্‌তে পারে শূয়ার বাচ্চা। তুমিও গোলাম, মোরাও গোলাম; তুমি বাধা বলদ, আমরা তা নই। এই চল্লুম, চল্‌ সব।

মাধব—এ্যা, এ্যা, তবে কিনা, তবেত সর্ব্বনাশ। রাগ করো না বাপুরা, হনুমান সিংএর একটু মাথা গরম।

বলদেও—চোপ, হনুমান কোন্‌ হ্যায়, বলদ কাঁহেকো।

সরদার—তবে ত মজা লেগেছে মন্দ নয়। একজন খেপে হনুমান বল্লে, আর একজন খেপে বলদ বল্লে। রায় বাহাদুরের বাড়ী বলদ বাঁদরের আড্ডা।

সকলে—বেশ, বেশ, বলদ চ'ড়ে তাড়াতাড়ি, যায় হনুমান শ্বশুরবাড়ী।

(গোবিন্দরাম ও উপেনের প্রবেশ)

গোবিন্দ—না বাবা ক্ষ্যান্ত দে, শান্ত হও।

উপেন—না শান্ত হবো না। আমার বোল-ভরা আম গাছে কুড়ুল মারছে, আমি শান্ত হতে পারি না। আমার মায়ের বুকে দাঁড়িয়ে সয়তান নাচ্‌ছে, আমি তা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারি না। রক্ত দেবো আমি জন্ম-মাটীর বুকে। জানো না বাবা, কুড়ুলের শব্দগুলি আমার বুকের কোথায় গিয়ে বাজ্‌ছে।

গোবিন্দ—কি করবি বাবা? চল্ আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। বাপ ব্যাটায় মুজুরি করে খাবো।

উপেন—না, না, বেঁচে থাকবাব কি প্রয়োজন? এই দুই বিঘা জমি আমার কি জানো? এ আমার স্বাধীন রাজ্য। আমার দেহে জীবন থাকতে, আমি দেবো না আমাব কামধেনু কসাইএর করে। তাব আগে আমি প্রাণ দেবো।

গোবিন্দ—কেন মর্ত্তে যাবি বাবা?

উপেন—মর্ত্তে আমাকে হবেই। এমন সুখেব মৃত্যুর সুযোগ আর হবে না। তুমি তা সইতে না পারো, তুমিও মরো। আমার মা নাই, জন্মমাটী মা, তাও যদি যায়, তবে বাঁচবার আমাব কি প্রয়োজন? যাও, ছেড়ে দাও, (ধাক্কা দিয়া গোবিন্দরামকে ফেলিয়া হাতের লাঠি দিযা বলদেও সিংএর মাথায় আঘাত করিল। বলদেও বাপ্ বাপ্ বলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইল। মুজুরগণ উপেনকে ধরিল।)

উপেন—তোরা আমায় খুন কর, কুড়ুল মার, আমার বুড়ো বাপকেও খুন কর। তারপর আমগাছে কুড়ুল মাব।

সরদার—আমবা তোমায় কেন খুন করবো বাবু? তুমি পালাও, আমরা আর তোমার আম গাছে কুড়ুল মারবো না। আমরা বুঝতে পারছি, তোমার বুকের দরদ। মায়ের সুমুখে ছেলে বলি দেওয়া আর তোমার সুমুখে আম গাছ কাটা একই কথা। আমরা পারবো না। তুমি পালিয়ে যাও। দারোয়ানটা কি খুন হলো? ব্যাটা একটা লাঠির ঘা সইতে পাল্লে না? তবু এই ছাতুখোরগুলো খুঁজেই বাবুরা দারোয়ান রাখে। পাগড়ি জড়ালে মাথাটা খুব বড় দেখায় কি না।

মাধব—ছাতুখোরটা মরলে নাকি,—তবে কিনা।

সরদার—মরে নাই,—ভয়ে মুর্চ্ছা গেছে, একে হাসপাতালে পাঠাও।

মাধব—তোরা উপেনটাকে ছাড়িস না।

সবদার—না, উপেনকে আমরা ধরবো কেন? নেহাৎ প্রাণের জ্বালায় ছেলেটা এই মরণের মুখে ঝাপিয়ে পড়েছে। ছেলে বাঘের মুখে পড়লে, মা এমনি ভাবেই বাঘের মুখে ঝাপিয়ে পড়ে। যাও উপেন, পালাও, দারোয়ানটা যদি সত্যই খুন হয়ে থাকে আমরা তোমায় বাঁচাবো। যাও, দৌড়ে যাও, ভয় করোনা। খোদা রক্ষা করবে, ভেবো না। বুড়ো বাবু, তোমার ছেলের সাহস দেখে আমরা চম্‌কে গিয়েছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য

সরকারী ডাক্তারখানার সম্মুখের রাস্তায় গভীর রাত্রিকালে ডাক্তার একাকী পদচারণ করিতেছিলেন।

ডাক্তার—(স্বগত) কি করি? দু' হাজার টাকা! কিন্তু একটা নরহত্যা! আবার কত বড় দায় আমার! কন্যাদায়। সাত সাতটা বাচ্চা পুষে কোথায় পাই মেয়ের বিয়ের টাকা? বিশ বছর কল্লুম, মেয়েটার,—লেখাপড়া শিখিয়ে একটা পাশও করিয়েছি, তবুত পণের বেলায় পাঁচটী টাকারও সাশ্রয় পাচ্ছি না। এত গান বাজ্‌না শিখ্‌লো, তাতেই বা কি হ'লো? এ সব কত্তেও ত আমার দু' হাজার টাকার উপরে উড়ে গেল। ফলে মেয়ে খোট ধরেছে, গ্রাজুয়েট বর চাই। মেয়ের মার তাতে আর এক দফা জোর, জামাই চাকুরে হওয়া চাই, কোঠা বাড়ী থাকা চাই। কি করি! কর্‌বো, যা থাকে পরকালে। এমন কি আর করিনি? শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই গলা টিপে মাত্তে হয়েছে। না করে উপায় কি? কন্যাদায়! দেড়শ টাকা মাইনে পেয়ে মেয়ের বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা! না করে উপায় কি? এ সুযোগ ত্যাগ করা চলে না। আরও কিছু দিন মেয়েটাকে আইবুড়ো রাখলে না জানি কি ঘটায়!

একটা মেড়ুয়া, আধ মরা, হয়ত মরেও যেতে পারে। তার মরণের পথটা একটু সহজ করে দেওয়া; তার মূল্য দু'হাজার টাকা। যাতে হবে আমার কন্যাদায় উদ্ধার। ষোল টাকা মাইনের মেড়ো, তার জীবনেরই বা কি মূল্য? পেট ভরেত খেতেই পায় না। পৃথিবীর কোনও সুখ আরামত ওটা ভোগ কর্ত্তে পায় না। দুঃখের জীবন, মরণই ত মঙ্গল। যাক, রায় বাহাদুর ত আস্‌ছে না। নেহাৎ না আসে ভাল, কিন্তু কন্যাদায়!—এ পাপের পথ আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে কন্যাদায়। এ পাপের ভাগী আমি একলা নই,—আমার সমাজ এর জন্য দায়ী।

(মাধবের সঙ্গে রায় বাহাদুরের প্রবেশ)

কালী—ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার—হ্যাঁ, বড় বিলম্ব করেছেন।

কালী—না ঠিক বাবোটা। গাড়ীটা দূরে রেখে হেটে আস্‌তে একটু যা বিলম্ব হয়েছে।

মাধব—তবে কিনা?

কালী—চুপ করো। এই হাজার টাকা, বাকি হাজার ডেথ্‌ রিপোর্টটা দাখিল হলে। ফুস্‌ফুস ফেটে মৃত্যু, লাঠির ঘায়ে ফুস্‌ফুস ফাটা এইটা যেন ঠিক থাকে। জবানবন্দীতে ঠিক থাক্‌তে হবে, বুঝতে পাচ্ছেন?

ডাক্তার—তাই ত, বড় গুরুতর ব্যাপার। নার্স মাগীটা বড়ই বেয়াড়া।

কালী—মাগীর ভয়ে যদি ভড়্‌কে যান, তবে করবেন না। দিন টাকা ফেরত।

ডাক্তার—না, না, কর্ত্তেই হবে।

মাধব—তবে কিনা ডাক্তার বাবু সজ্জন।

কালী—একটা মৃত্যুকালীন রিপোর্ট রাখা চাই। বুঝলেন?

ডাক্তার—আচ্ছা, আপনারা যান।

(ডাক্তার হস্‌পিটালে ঢুকিলেন। কালীকৃষ্ণ আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলেন। সহসা রঞ্জন আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন।)

রঞ্জন—দাঁড়াও দাদা বাহাদুর।

কালী—কে? রঞ্জন? তুমি এত রাত্রে?

রঞ্জন—হ্যাঁ, আমি এত রাত্রে। গরজ হলে আবার দিন রাত্রি কি? তোমার মতন সুখী লোকও ত এই রাত্রে পায়ে হেটে অন্ধকারে!

কালী—হ্যাঁ, দারোয়ানটার খোঁজ নিতে এলুম।

রঞ্জন—দারোয়ানটাত আজ রাত্রেই মরবে শুন্‌লুম।

কালী—না না, তুমি কোথায় শুন্‌লে?

রঞ্জন—শুন্‌লুম, তোমারও মুখে, আর ডাক্তারেরও মুখে। আচ্ছা বলোত দাদা, উপেন ছোক্‌রাটাকে মেরে ফেল্‌বার তোমার এত গরজ কেন? তার বাগানবাড়ীত তুমি নিয়েই নিয়েছ।

মাধব—না, না, তবে কিনা—

রঞ্জন—চুপ করো মূর্খ। তুমি হয়ত বলবে না রায় বাহাদুর; আমি বুঝতে পেরেছি,— শুধু ঐ দুই বিঘা জমি নয়, আরও কিছু আছে। দরিদ্র যুবক উপেন তোমার প্রভুত্ব, রায় বাহাদুরত্ব কিছুই মান্‌তে চায় না। তোমার এত কষ্টার্জ্জিত সম্ভ্রম যারা মান্‌তে চায় না, তাদের তুমি মোটেই সহ্য কর্ত্তে পারো না। তোমার আরও ভয় হয়েছে, উপেন বোধ হয় একটা দল পাকিয়ে বা বস্‌তে পারে। ছেলেটার কিছু হেকমৎ আছে; তাই তাকে চাও ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাতে বা দ্বীপান্তরে পাঠাতে। চমৎকার রায় বাহাদুরী বটে!

কালী—সাবধান রঞ্জন?

রঞ্জন—কেন? রিভলবার সাথে এনেছ নাকি? আমার সুমুখে কি সে রিভলবারের ঘোড়ায় তোমার হাত উঠবে?

কালী—তোমায়ও খুন করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রঞ্জন—হ্যাঁ, খুনে খুন চড়ে। এখন যাও, আমিও যাই। ভয় নাই, আমি তোমার কর্মপথে বাধা দেবো না। দারোয়ানটার পেটে এতক্ষণ মৃত্যুর ওষুধ পড়েছে, তাকে বাঁচানো অসম্ভব।

দ্বিতীয় অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য

রায় বাহাদুরের নূতন প্রমোদভবনে কালীকৃষ্ণ ও মাধব পণ্ডিত। দ্বারদেশের আমতলায় বৈষ্ণবগণ নাম গান গাহিয়া গেল।

মাধব—তবে কিনা, উপেন ছোড়ার মোটে তিন বছর জেল হলো,—এত বড় খুনি মামলায়।

কালী—কি করা যায়? রঞ্জন ব্যাটা লেগে গেল পিছনে। নিজে ব্যারিষ্টার, আর একটা ব্যারিষ্টার নিয়ে এলো। ডাক্তারটা হাবা, জেরায় টিক্‌তে পাল্লে না।

মাধব—তবুত দু'টী হাজার টাকা গণে নিল।

কালী—তা কি করা যায়? ভদ্রলোকের সঙ্গে ত বিশ্বাস-ঘাতকতা করা যায় না। তবে মাধব, এত সাধ করে বাগানবাড়ীটা তৈরি করলুম, কিন্তু এতে খুব আরাম ভোগ কর্ত্তে পাচ্ছি না। যেখানে হরিনাম কীর্ত্তন হয়, সেখানে ভুত থাকে না, কেমন ত পণ্ডিত?

মাধব—শাস্ত্র বিধি বটে, তবে কিনা এমন ভুতও আছে, যারা হরিনাম মানে না।

কালী—তুমি ভুত মানো? বিশ্বাস করো?

মাধব—ভুত বিশ্বাস করি না? তবে কিনা আমি নাস্তিক, না শাস্ত্র জানি না। সর্ব্বভূতে সমদর্শী অর্থাৎ কিনা পণ্ডিতের লক্ষণ,—ভুত বিশ্বাস করবো না? কত ভুত আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি! তবে কিনা তন্ত্র শাস্ত্রে এমন সব ভুতের মন্ত্র আমার জানা আছে, যাতে করে কিনা ভুত আমি ডেকে আন্‌তে পারি।

কালী—বলো কি ? তবে ভুত আছে ?

মাধব—কার ঘাড়ে এমন মাথা যে, ভূত নেই বল্‌বে ?

কালী—আমি যেন ভুত দেখেছি , কারু কাছে বলো না কিন্তু।

মাধব—এই দেখুন, আমি বল্‌তে পারি অন্যের কাছে আপনার কথা ? পেরেছে সে শালা ব্যারিষ্টার একটা রহস্য কথা আমার কাছ থেকে বার কর্ত্তে ? তবে কিনা, আপনি ভুত দেখেছেন,—তা দেখতে পারেন , অর্থাৎ কিনা আপনাদের ন্যায় ভাগ্যবানদের সাথে সাথেই ভুত ঘোরে। কবে, কোথায় বলুন ত ?

কালী— ঐ আম গাছটার তলে বলদেও সিং মরেছিল না ?

মাধব—না ওখানে ঠিক মরে নাই, হাসপাতালে নিয়ে যাবা হয়েছিল ?

কালী—চুপ। মানুষ অপমৃত্যু মর্‌লে ভুত হয় ?

মাধব—শাস্ত্রে বলে। মেড়ুয়াবাদীটা ভুত হয়েছে সন্দেহ নাই। কথাটা আপনাকে বলবো ভাবছিলুম, তবে কিনা আপনারা সাহেব মানুষ, বিশ্বাস করবেন না, তাই ছিল ভয়। তবে কিনা, এখন দেখ্‌ছি আপনি আগে থেকেই সাবধান হয়েছেন, নাম কীর্ত্তন লাগিয়ে দেছেন। চমৎকার বুদ্ধি, রাজবুদ্ধি কিনা, তবে কিনা গয়ায় একটা পিণ্ড দিলে ভাল হয়। তবে কিনা ওর গাঁই গোত্রটা জানা চাই। আবার ওর বাড়ী ছিল গয়া জেলায়, গয়ার ভুত নাকি গয়ার পিণ্ডিতে যায় না। কিরূপ দেখলেন বলুন ত।

কালী—আমি দেখেছি, ঠিক যেন বলদেও সিং ঐ ডালে বসে পা ঝুলিয়ে দিয়ে, দোল খাচ্ছে।

মাধব—এ্যা, বলেন কি ? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বলেন কি ? না, মিছা কথা।

কালী—মিছা কথা নয় মাধব। একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিন চার দিন দেখেছি। বেশ পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত, তখন অনেক

রাত, সেদিন ঘুম আস্‌ছিল না। জানালা খুলে গাছের তকতকে পাতায় জ্যোৎস্নার ঝলক দেখ্‌ছিলুম। হঠাৎ নজর পড়লো, ঠিক বলদেও সিং! তেমনি মাথায় পাগড়ী, বড় বড় গোল তেমনি দুটো চোখ,—ডালে বসে দোল খাচ্ছে; আর আমার পানে চেয়ে যেন হাস্‌ছে। তারপর আরও তিন দিন দেখেছি। এখন আর ওদিকে চাই না।

মাধব—এ্যা, এ্যা! আমি যে রোজ ঐ গাছতলাটা দিয়ে আসি যাই। সেদিন আস্‌তে, ডালটা যেন কে নাড়া দিলে। ঠিক যেন মেড়ুয়াটার ময়লা পাগড়ির গন্ধ আমার নাকে এলো। সর্ব্বনাশ! তখন খেয়াল করিনি। এই ত সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, এখন ঘরে যাই কেমন করে?

কালী—আচ্ছা, ঐ গাছটা কেটে ফেলে দিলে হয় না?

মাধব—সর্ব্বনাশ! এমন কাজ করবেন না। ঐটা আশ্রয় করে তবু শান্ত আছে, গাছটা কেটে ফেল্লে হবে আশ্রয়-শূন্য। অর্থাৎ কিনা তখন রেগে যেতে পারে। ভূতের রাগ, খুন করা ভূতের রাগ!

কালী—ঐ যে দেখছ পশ্চিম পাশে ডালটা নুয়ে পড়েছে, যার উপরে একটা কাক বসেছে,—ঐ ডালটায়, রাত জ্যোৎস্না থাক্‌লে বেশ দেখা যায়, স্পষ্ট।

মাধব—তাইত হুজুর, ও কাকটা যে খাঁটি কাক, তা মনে হয় না। ভূত নানা মূর্ত্তি ধরে। তবে কিনা, কাক ত একটা থাকে না, জোড়া বেঁধে থাকে। ও কাকটার চাউনি মোটেই কাকের চাউনির মত লাগ্‌ছে না। আপনি বরং একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন। অর্থাৎ কিনা—নচ দৈবং পরমং বলাৎ।

কালী—তাইত! কার দ্বারা করি বলোত? বেশী জানা জানিত করা যায় না। তুমি পারো?

মাধব—পারিত হুজুর! তবে কিনা ভুত সিদ্ধির মন্ত্রটা আমার তেমন আমেজ নাই। মেড়ুয়াবাদী ভুত মন্ত্র টন্ত্র বড় বুঝ্‌তে পারে না।

(তারাকৃষ্ণের প্রবেশ)

কালী—এসো তারাকৃষ্ণ, কখন এলি ?

তারা—এই সবে তিনটেয় এসেছি। আমায় কিছু টাকা দিতে হবে।

কালী—তোমার মাসহরা টাকা ত পাঠিয়ে দিয়েছি।

তারা—তাত দিয়েচ, কিন্তু আপাততঃ আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে,— কালকে ন'টার ট্রেণের ভিতরে।

কালী—কেন রে, কি এমন টাকার দরকার পড়লো ?

তারা—একটা থিয়েটার না খুলে পাচ্ছি না। সাত সাত খানা নাটক লিখ্‌লুম; একখানাও কোনও শালা থিয়েটারওয়ালা প্লে কর্ত্তে চায় না। ব্যাটারা নাটকগুণোর কদরই বুঝতে পাল্লে না। এক একখানা নাটকের রোমান্স কি! ট্রেজডি, কমিডি, সিরিও কমিক, প্রগতি প্রেম, আগাগোড়া আর্টে ভরা। শোনো দাদা, তোমায় একটু পড়ে শুনাই—আমার নাটকের প্রেমপ্রলাপ, উৎকট প্রেমিকার ভূমিকা।—

কালো কোকিল-কূজিত কদম্ব কেশরে,
পূত পরিমল-পুলক-প্লাবনে কম্পিত কলেবর।
সুগন্ধি সাবানে স্নাত শ্লথ মৃণাল তনু;
সিক্ত সূক্ষ্ম নীল বসনে আবরিত।
এলায়িত নব ঘন নিন্দিত—নীহার নিষিক্ত তৃণ যথা,
নব নিতম্বে বিলম্বিত কেশ কলাপ।
প্রাণাধিক প্রিয় পিতম পরশ বিনা—
কেমনে ধৈরজ ধরি, মরি মরি, স্মরশরে ? (অর্থাৎ কামবাণে)
পাখী দল উড়ে নীলিম গগনে ঝাঁকে ঝাঁকে।
হায়! পাখা যদি পাইতাম ঐ বিহঙ্গের মত,
উড়ে গিয়ে জড়াতুম বাহু-পাখা, সুকণ্ঠ বেড়িয়া তব।

মাধব—চমৎকার, চমৎকার! অঙ্গ উঠে শিহরিয়া!

তারা—আমার এই নাটক থিয়েটারের প্রোপ্রাইটরেরা বলে, অযোগ্য। এ অপমান আমি সইবো না। ঐ রবি ঠাকুর ব্যাটাই আসরটা জমিয়ে বসেছে। ছাই পাশ যা কিছু লিখেছে, তার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু, না আছে ছন্দ, না আছে সুর তাই হচ্ছে অপূর্ব্ব। "তোর বক্‌বকানি ফক্‌ফকানি, তাও কবিত্বের ভাব মাখা, তাও লিখিলি, বই ছাপালি, নগদ মূল্য এক টাকা।" নাই সে কাব্যবিশরদ, বোঝে কে? স্বাধীন থিয়েটার একটা খুল্‌বোই। বড় বড় একট্রেসগুলি সব বাধ্য করে ফেলেছি। নাম কবেছি "কালীতারা" রঙ্গালয়। তোমাকেই রেখেছি আগে। আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি দাও, বছরের মধ্যে আমি তোমায় লাখ টাকা দেবো। তার পব চীন, জাপান, বৃটিশ, মার্কিন দেশটা একবার ঘুরে আসি। নোবেল পুরস্কারটা আমার নিতেই হবে। রবি ঠাকুর! রবি ঠাকুর! রবি ঠাকুর একটা কি? তার কি একটা য়ুনিভার্সিটীর ডিগ্রীও আছে? চিবকুমার সভা! যা না তাই। আমি লিখেছি চিরকুমারী সভা, ঠিক মার্কিনী রমণীসমাজের ছায়া নিয়ে। লোকের তাক লেগে যাবে দেখে। দাও একখান চেক্ কেটে।

কালী—থামো মহাকবি, কোথায় দেখছ চেক্? ব্যাঙ্ক থেকে নালিশ করেছে। জমিদারীই থাকে না।

তারা—আরম্ভ কল্লে একটা ফাকিবাজি। এত বড় জমিদারীটা আরামছে বেশ একলাই ভোগ করছ। আমার সাহিত্যালোচনায় বাধা পড়ে, নইলে দেখে নিতুম। আমায় কিছু দিতে হলেই তোমার সব ফুরিয়ে যায়। কি দিচ্ছ আমায়?—মাসে পাঁচশ টাকা। ওতে একজন ভদ্রলোকের চলে? দেখো দাদা, excited করো না। মাধব পণ্ডিত, বলে দাও দাদাকে পঞ্চাশ হাজার

টাকা এক্ষুনি আমায় দিতে। নইলে যা মনে করেছেন তা নয়; বিভ্রাট ঘটে যাবে। মনে করোনা যে, আমি নেহাৎ কলুর বলদ।

মাধব—আ মশাই! আ মশাই। আমি যাই, আমি যাই। এই দিন থাকতেই যাই। আম গাছের ডালে আবার হনুমান সিং! গা'টা ছম্ ছম্ কচ্ছে। মা দুর্গা! মা দুর্গা! রাম, রাম, হরে কৃষ্ণ হরে! বাবা অমুক সিং, আমায় কিছু বলোনা। আমি তখনই বলেছিলুম, অমন কাজ কর্ত্তে নাই। ইস্। (চোখ ঢাকিল)

তারা—আরে কি হলো তোমার। চোখ ঢাকৃছ কেন,—কলুর বলদের মত।

মাধব—কলু তোর বাবা! কলু তোর চাচা! তুমি একটা ইয়ে। তুমি অমুক, ভূত, মেড়ো ভূত। মা দুর্গা! মা দুর্গা! (প্রস্থান)

কালী—মাধব পণ্ডিত কলুব বলদ বল্লে খেপে জানো না?

তারা—বটে? কেন বলো দিনি?

কালী—ও একটা কলুবউএব আচল ধরে টেনেছিল, তাতে কলুরা ওকে ধরে ঘানে জুড়ে দিয়েছিল, তাই নিয়ে পাড়ার ছেলেরা ওকে খেপিয়ে তুলেছে।

তারা—এটা কিন্তু যাই বলো দাদা, স্পষ্ট প্রগতি প্রেমের লক্ষণ। এতে বেশ রোমান্স আছে। আমাব প্রেমেব অভিযান নাটকে এমনি একটা প্রেমের অভিনয় আছে। শুনবে?

"ওগো মোর প্রেয়সী পরকীয়া,
ত্যজিয়াছি লাজ মান তোমার লাগিয়া।
টিকি বা তিলক আর এই তুলসির মালা,
তোমারে তুষিতে শুধু এ সকল ছলা।

কালী—থামো, আর দিক করো না।

তারা—নেহাৎ নীরস কাঠ। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার! তারপর আমার টাকা?

কালী—কোথায় টাকা? মাথা খারাপ করো না। টাকা নেই।

তারা—নেই বল্লে চল্‌ছে না। আমি যেন ভিক্ষা চাইছি? তবে দাও আমার জমিদারীর বখ্‌রা ভাগ করে।

কালী—জমিদারী? জমিদারী এবার নিলামে চড়্‌বে। রেভিনিউ শোধ হবার পথ দেখ্‌ছি না। প্রজাগুলো সব বিগ্‌ড়ে আছে। আদায় তহশীল একবারেই বন্ধ।

তারা—সে জানি না। টাকা দেবে? কি না?

কালী—দূর হ' একটা মাতাল কোথাকার?

তারা—বটে? দিলে একটা দাদাগিরি চা'ল? আচ্ছা তবে দেখো! আমি তোমার মতন illiterate নই,—Calcutta Universityর under graduate, তা বোধ হয় জানো। মনে করো না, আমি বলদেও সিং। এক টিপে মেরে ফেল্‌বে। (প্রস্থান)

কালী—তাইত, সন্ধ্যা হয়ে এলো না কি? কে আছিস্‌রে! মানকে, দেওধারি, হরে, জগন্নাথ! আরে ব্যাটারা গেলো কোথায়?, এখনও যে আলোগুলো জ্বাল্‌ছে না! ওরে ওরে বজ্জাত ব্যাটারা, আমি কি একলা এই আঁধারে পড়ে মরবো? (চাকর আসিল)

চাকর—হুজুর?

কালী—ব্যাটারা মরেছ নাকি? জুতিয়ে তাড়াচ্ছি। এখনও আলো জ্বালিস্‌নি কেন?

চাকর—এইত সবে পাঁচটা বাজ্‌লো, এখনও এক ঘণ্টা বেলা আছে।

কালী—হুঁ, এক ঘণ্টা বেলা আছে? না কচু আছে? কোথায় গিছিলি?

চাকর—আজ্ঞে, ঐ গাছটার তলায় দেখলুম, যেন একটা মানুষ যাচ্ছে। ভাবলুম, কে আম চুরি কত্তে এসেছে, তাই দেখ্‌তে গেলুম।

কালী—চোরটা ধর্ত্তে পাল্লি?

চাকর—না, কাউকে দেখলুম না, লোকটা যেন ছায়ার মতন সরে গেলো।

কালী—ছায়ার মতন দেখলি?

চাকর—হ্যাঁ, তেমনি দেখ্‌লুম।

কালী—তার মাথায় পাগড়ি ছিল?

চাকর—ছিল যেন, ঠাওর হলো।

কালী—বলদেও সিং‌এর মত গোলপনা চোখ্‌?

চাকর—তাইত! তেমনিইত! ব্যাটা ভূত হলো নাকি? আমি কিন্তু বাবু আর বাহিরে শুতে পারবো না।

কালী—না পারিশ না পার। আমায় ও বাড়ী রেখে আয়। এখনও ত রাত হয় নাই, কি বলিস্‌।

চাকর—এইত সবে পাঁচটা, রাত হ'তে দু'ঘণ্টা বাকি।

কালী—যা ব্যাটা গাধা। দু'জনে দুটো আলো জেলে আন। এখন থেকে ঐ পুরানো বাড়িতেই দরবার বসবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

রঞ্জনের আশ্রমে রঞ্জন ও গোবিন্দরাম।

রঞ্জন— (গীত)

মায়ের রূপে জগৎ আলো উছ্‌লে উঠছে ভুবন ছেয়ে,
কত রবি কত শশী লুকায় আমার মায়ের পায়ে।
নব দুর্ব্বাদলে দেখ্‌রে মায়ের রূপের ছায়া,
নীলাকাশে দেখ্‌রে আমার মায়ের বিরাট কায়া!
চমকে চপলা খেলে মায়ের অঙ্গের বিম্ব নিয়ে।
(আবার) কালো মেঘে রুদ্র বজ্র, ঝঞ্ঝা গরজি ওঠে,
ওইত আমার রুদ্রাণী মা'র রুদ্র লীলা ফোটে।
কঠোর কোমলা মা যে, মা ডাকি আনন্দ পেয়ে।

গোবিন্দ—চুপ করো রঞ্জন, আমার উপেন বুঝি এসেছে। ঐ যে তার বাঁশী বাজে। ঐত তার গানের সুর আমার কানে আসছে। তুমি গাইতে জানো সেই গান? "বাংলার মাটী, বাংলার জল, পুণ্য হো'ক, পুণ্য হো'ক হে ভগবান।" ঐ গান

গাইতে গাইতে সে ঘুমিয়ে পড়্‌তো। তার মা মরে গেলে, সে গাইতো, "পূজার গন্ধ আস্‌ছে বুঝি, মায়ের গন্ধ হ'য়ে।" সেই গান যে আজ শুন্‌ছি,—আমার উপেন আস্‌ছে।

রঞ্জন—না কাকা, স্থির হন। সেত এখন আস্‌তে পারে না, তার যে তিন বছর জেল হয়েছে।

গোবিন্দ—তিন বছর? তাত কেটে গিয়েছে।

রঞ্জন—না, না, সবে এই তিন মাস হলো।

গোবিন্দ—না, না, তোমার গণ্‌তে ভুল হচ্ছে। সে যে কতকাল গেছে! আমার মা-হারা খোকা, জেলে কত কষ্ট পেয়ে ফিরে আস্‌ছে। তাকে দিয়ে পাথর ভাঙ্গিয়েছে, আধ পেটা খেতে দিয়েছে, তার পায়ে বেড়ী পরিয়েছে, তাকে কত কড়া মেরেছে! সে এসেছে, ঐ বাঁশী বাজে। সে ত আমাদের খুঁজে পাচ্ছে না। তার আম বাগানের কুঁড়ে ত নেই,—সে যে এখান থেকে অনেক দূর। সেখানে যে রাজার আরাম-কুঠি গড়ে উঠেছে। উপেন এসে খুঁজে না পেয়ে, দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ত মা নেই যে, মা মা বলে ডাক্‌বে। রঞ্জন, চলো, চলো আমরা তাকে গিয়ে এগিয়ে আনি। বাবা উপেন—খোকা, এসো, এই যে আমি, এই যে তোমার রঞ্জন দাদা।

রঞ্জন—উন্মাদ হয়ো না কাকা। উপেন আস্‌বে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে, আরও অনেক মনুষ্যত্ব নিয়ে সে ফিরে আস্‌বে। যে মানুষ, সে জেলে গিয়ে আরও মানুষ হ'য়ে ফিরে আসে। লাঞ্ছনা গঞ্জনায় মানুষকে আরও শক্ত করে গড়ে। কেন কাতর হচ্ছ? বীরপুত্রের পিতা তুমি।

গোবিন্দ—কাতর? কাতর ঠিক হচ্ছি না; তবে ছেলেটার সেই বাঁশীর সুর কিছুতেই কান থেকে মিলাতে পাচ্ছি না। তার গানগুলি যেন বুকের মধ্য থেকে কে গেয়ে ওঠে। বুঝি এটা শোকের

দুর্ব্বলতা! না, উপেন আর আসবে না। সে মানুষ খুন করেছে, সে ফাঁসী ঝুলেছে। নরঘাতকের প্রাণদণ্ডই বিচার। আমি জানি, এ জন্মে সে আর আসবে না। তুমি আমায় ফাঁকি দিয়েছ,—ছেলের ফাঁসীর হুকুম বাপকে কি কেউ বল্‌তে পারে? নরহত্যা করেছে সে, সে ত মরবেই।

রঞ্জন—না কাকা, উপেন নরহত্যা করে নাই। নরহত্যা করেছে কালীকৃষ্ণ চৌধুরী। উপেনের লাঠির ঘায়ে দারোয়ানটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিল। রায় বাহাদুর হাসপাতালের ডাক্তারকে ঘুস দিয়ে, তাকে মেরে ফেলে, উপেনের পরে খুনের দায় চাপিয়েছিল। কিন্তু বিচারে প্রমাণ কর্ত্তে পারে নাই, যে লাঠির ঘায়ে মানুষটা মরেছে। আমার ব্যারিষ্টারের জেরায় ডাক্তারটার জবানবন্দি টেকে নাই। ব্যারিষ্টারের আর্গুমেণ্টে জজকে স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে, উপেন খুনের জন্য দায়ী নয়। তাই তিনি সুবিচার করেছেন, দাঙ্গার অপরাধে মাত্র তিন বৎসর জেল।

গোবিন্দ—সুবিচার করেছেন? রায় বাহাদুরকে ফাঁসী দিয়েছেন?

রঞ্জন—না, সে বিচার এখানকার জজ কর্ত্তে পারেন না। তার আপিল চলে ঐ সদরে,—যেখানে উকিল সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। উপেনকে বাঁচিয়েছে ঐ ছোটলোক মুজুরগুলি। রায় বাহাদুর তাদের মিথ্যা বলাতে পারে নাই।

গোবিন্দ—তা হোক্‌, উপেন ত বেঁচে ফিরে আস্‌তে পারে না। সে যে তার মার কত আদরের ছেলে! তার মা তাকে জেলের কষ্ট সইতে দেবে কেন? সে স্বর্গে ব'সে কি তার খোকার কষ্ট সইতে পারে? সে তার বুকের ধন কোলে টেনে নেবেই। খোকা তার মায়ের কোলে গিয়ে ঘুমাচ্ছে! কিন্তু এ তাদের বড় অন্যায়, বড় অবিচার। আমি যে পড়ে রইলুম, তা তারা একবার দেখলো না। হ্যাঁ, রায় বাহাদুর আমার বিয়ে দিতে

চেয়েছিল। বিয়ে কর্‌লেই ভালো হ'তো। নতুন বউ নিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকৃতুম। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর মত, সন্তান-স্নেহ ভুলাবার অমোঘ ওষুধ আর নাই। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, গ্যাঞ্জা মদের চেয়েও বড় নেশা। রায় বাহাদুরকে আমি প্রশংসা করি।

রঞ্জন—তা করো।

গোবিন্দ—কেন করি তা জানো? লোকটা বিচক্ষণ, তার গতিপথের সব বাধাগুলি সে সরিয়ে জয়লাভ কর্ত্তে পারে। চমৎকার তার বুদ্ধি-কৌশল। পথের মাঝে পাহাড় পড়্‌লেও সে গুড়ো করে দিয়ে যায়।

রঞ্জন—সেকালের দুর্য্যোধন হ'তে একালেব নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত ঐরূপই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ভালবাসার যোগ্য নয়।

গোবিন্দ—না না, ঐযে বাঁশী বাজে। মায়ের কোলে শুয়ে তাব বাবাকে মনে পড়েছে। আয়, আয় খোকা, আমরা এখানে।

রঞ্জন—বৃদ্ধ উন্মাদ হয়েই উঠলো! ছেলেটাকে বাঁচালে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু মনে হলো বীরের বীরত্ব-পথে কেন বাধা দেবো? আর ধনের শাসনের মধ্যে দরিদ্রের বেঁচে থাকারই বা কি প্রয়োজন? তারপর তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেওয়াও মন্দ হতো না, বৃদ্ধটা সেই সঙ্গেই শ্বাস আটকিয়ে পড়ে যেতো। কিন্তু হৃদয় বলে একটা মায়া-যন্ত্র মানুষেব বুকে আছে; কোনও ক্রমেই তাকে উপ্‌ড়ে ফেলা যায় না। রাজর্ষি সন্ন্যাসী ভরত হ'লেন হরিণ শাবকের স্নেহে মুগ্ধ। উপেন ছোকরাটাকে আইনের জাল থেকে ছাড়িয়ে আন্‌বার ইচ্ছা হলো। কিন্তু এখন এ কি মুস্কিল? সমস্ত কাজ কর্ম্ম যে পণ্ড হ'তে যায়। অবাধ জীবন-স্রোতটা এই বৃদ্ধের খোঁটায় এসে আটকে গেলো। অবশ্য মৃত্যুযাত্রী রোগীকে পেটেণ্ট পোষ্টাই ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখাতে চিকিৎ-

সকের কৃতিত্ব আছে, ব্যবসায়েও লাভ আছে। কিন্তু জগতের তাতে কি কল্যাণ ? এমনিই ত আমার ব্রত নয়,—দু'চার জনকে নিয়ে জড়িয়ে থাকাত আমার জীবনের সম্ভোগ নয়। তা হ'লে আমার যে অর্থ সম্পদ আছে, বা যে বিদ্যা সামর্থ্য আছে, তাতে দু'এক শতকে ত আমি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এখন এই একটা বৃদ্ধকে নিয়েই কি আমি জড়িয়ে থাকবো ? (গীত)

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লবো যুঝিয়া।

গোবিন্দ—কি গান গাও রঞ্জন ? আমার খোকার বাঁশী বুঝি তোমার কানে পৌঁছিয়েছে। তাই তোমার বুক থেকেও গান ফুটে বেরুচ্ছে। গাও, তোমার গানের সাড়া পেলে সেও ছুটে আসবে। কত মিষ্টি সে বাঁশী বাজাতো। তার মা মরে গেলে আর বাজায় নি। কত ভালো সে খেলতো, তার মা মরে গেলে আর খেলেনি। আমার কাছেই সে থাক্‌তো। হাট বাজারে যেতো, ফিরে এসে পথ থেকেই ডাক্‌তো, "বাবা"। আজ কত কাল সে ডাকে না। তুমি বল্‌ছ, তিন মাস, না না, তুমি ফাঁকি দিচ্ছ! আমি কত যুগ তার বাবা ডাক শুনি না। রঞ্জন! তোমাকেও সে দাদা বলে ডাক্‌তো,—তেমন মিষ্টি মধুর দাদা ডাক আর শুনেছ কখন ?

রঞ্জন—কাকা! চুপ করো কাকা, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আঘাতের চেয়ে, ব্যথিতের ব্যথার স্পর্শ কি এত তীব্র। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

গোবিন্দ—তুইও যে কাঁদ্‌লি রঞ্জন! তুই যে কারু জন্য কাঁদবি না বলে সন্ন্যাসী হয়েছিস্। বড় মানুষের ছেলে কি দরিদ্রের দুঃখে কাঁদে ?

যা না তুই আমায় ছেড়ে ; তাতে আমারও আরাম, তোমারও আরাম।

রঞ্জন—আমার যে অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে কাকা। আমার স্বাধীন গতিপথ রুদ্ধ হয়েছে। খরস্রোত প্রস্রবণের গতি পাহাড় প্রাচীরে ঠেকে বন্ধ হয়ে পড়েছে। শক্তি হচ্ছে না, তা ঠেলে এগিয়ে যেতে। চলো, আমরা তীর্থ দর্শনে যাই ; উপেন আসুক, তার পর ফিরে আস্‌বো। চলো, আগে যাই ব্রহ্মপুত্রে।

গোবিন্দ— না না, ব্রহ্মপুত্রে কেন? সেখানে মাতৃঘাতী পরশুরামের হাত থেকে মাতৃহত্যার কুড়ুল খসে পড়েছিল। আমিত মাতৃ-ঘাতী নই, আমি পুত্রঘাতী। চলো, গঙ্গাসাগর যাই। যেখানে মাতা সন্তান ভাসিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে যদি উপেনের মায়ের সন্ধান পাই, তবে তাকে খবরটা দিতে পারবো।—উপেন দু'বিঘা মাটীর মায়ায় মানুষ খুন করে ফাঁসী গিয়েছে। তার পর সাগর তরঙ্গের দোলায় চড়ে, চলে যাবো সেই পাতালরাজের বাড়ী। সেখানে গিয়ে পাবো একটা পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। তার সঙ্গে বাধ্‌বে খোকার মার সতিনী কোন্দল। হারে রঞ্জন! সাগরে গিয়ে কামনা কল্লে নাকি, যা কামনা তাই পাওয়া যায়। আমরা গিয়ে কামনা করবো, যেন মানুষ হ'য়ে ছেলের বাপ হ'তে না হয়। পশু পাখী হ'য়ে জন্মানই ভালো। শাবক বাচ্চা উড়তে শিখলেই চুকে গেলো। না রঞ্জন, ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর, ভগবান—ও একটা উপন্যাসের নায়ক মাত্র ;—নিছক মিথ্যা কল্পনা!

রঞ্জন—পায়ে পড়ি কাকা, আমায় শক্তিহীন করোনা।

গোবিন্দ—যে ঈশ্বর মানে না সেই শক্তিমান। যারা শক্তিমান, তারা ঈশ্বর মেনে যায় নাই। ক্লাইভ ঈশ্বর মানে নাই, তাই ভারতে তার বিজয়নিশান। আরাঞ্জিব বাদসা খোদার নামে নামাজ

পড়তো, তাই মোগলের হাত থেকে খসে পড়লো ভাবতেব রাজদণ্ড! খৃষ্ট ছিল একটা উন্মাদ,—তাই ঈশ্বর ঈশ্বর করে পেরেক ফুটে প্রাণ ত্যাগ কল্লে! চৈতন্য একটা উদ্দাম পাগল, তাই হরি হরি বলে নেচে বেরুলো। এদের ভক্তেরা কিন্তু ঈশ্বর মানে না,—নামের জোরে পাপ করে, তাই পরম সুখে তাদের সংসারে আরাম। যারা মানে তারা দোরে দোরে ভিক্ষা করে।

রঞ্জন—বেশ, এমনি প্রলাপ বকো, শোকের গান গেয়ো না।

তৃতীয় অঙ্ক—১ম দৃশ্য

জেলখানা

কয়েদীরা ফাইলে বসিয়াছিল, উপেন ও পুরাতন দাগী গুরুদয়াল এক ফাইলে। গুরুদয়ালের পায়ে বেড়ি হাতে লোহার বালা।

উপেন—তুমি সেদিন খালাস হয়ে গেলে, আবার এলে কেন?

গুরু—এমন তোফা কোঠাবাড়ী কেউ ছাড়ে?

উপেন—এই দারুণ বন্দী দশা থেকে একবার কাটিয়ে গেলে, আবার কেউ আসে?

গুরু—তুই বুঝি তবে আর আস্‌বিনে? থাক্‌বি কোথায়, তোরও ত বাড়ী ঘর নেই শুনেছি।

উপেন—তাইত, কেন ভাই সে কথা আর মনে তুলে দিচ্ছ? আমার যে বুড়ো বাবা আছেন! হয়ত তিনি নেই?

গুরু—নেই, সে কি আর থাকে? আসিস্‌, আবার আসিস্‌; যতো দিন বাঁচিস্‌ এইখানেই থাকিস্‌। খাবার ভাবনা নেই, প'রবার ভাবনা নেই, ঝড় জলের ভাবনা নেই। তোফা পাকাবাড়ী, কম্বল, বাটী। তোফা গয়না এই লোহার বেড়ি।

উপেন—আচ্ছা ভাই তোমার হাতে লোহার বালা, আমায় ত ও দিলে না? তোমার পায়ে বেড়ি কেন?

গুরু—এই বালা? এটা হচ্ছে প্রমোশনের পুরস্কার। দু'বার চুরি করে এলে এটা মেলে, পুরাণো চোরের বক্‌শিস্। দেখিস্‌নি পুরাণো জমাদারগুণোর আস্তিনে লাল বেল্লা বাঁধা। আর এই বেড়ি? এটাও একটা খেরেপা। সবার ভাগ্যিতে এটা জোটে না। এটা পেতে হয় চেষ্টা করে, তদ্‌বির তাগাদা করে। পোষা বিড়ালের মত ভাল মানুষটী হ'য়ে চল্লে এটা পাওয়া যায় না। শুন্‌বি একটা গান? রোস্ দাঁড়িয়ে নি, নেচে নেচে মন বাজিয়ে গাইতে হবে। এর পর আবার সেফাইদল এসে ঘেউ ঘেউ কর্‌বে।

(গীত)

শিকল, তোমায় কোলে করি দিয়েছি ঝঙ্কার,
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছ যে ভেঙ্গে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা, সুখে দুঃখে কাটলো বেলা
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি বিনা দামে অলঙ্কার॥
তোমার পরে করি না রোষ, দোষ থাকে ত আমারই দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে, তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
আরাম দিয়ে সারারাতি, আছ তুমি সাথের সাথী,
সেই দয়াটী স্মরি' তোমায় করি সদা নমস্কার॥

উপেন—বেশ গানটীত রচেছ ভাই। আমিও তোমার সাথে গাই।

গুরু—দূর গাধা? আমি রচ্‌বো গান? আমার বাবার কি পয়সা ছিল যে আমায় গুরুর চৌবাড়ীতে পাঠাবে? একবার নাটক শুন্‌তে গিয়ে গানটী শুনেছিনু। মনে খুব ধরে গেলো, শিখে নিলুম। সেই সভায়ই কল্লুম একটা পকেটমারি! সেবার প্রায় একমাস বাইরে ছিনু, ঠিক যেন পরদেশে পরবাসী! এ গানটা যে রচেছে, তার নাম যেন কি ঠাকুর। ঠাকুরটী নিশ্চয়ই আমার চেয়ে শিকলের কদরটা বুঝে নিয়েছে।

উপেন—আচ্ছা দাদা, তোমার সব কথা ত আমায় বল্‌বে বলেছিলে, বলো না শুনি।

গুরু—শুনবি? তবে শোন্। তুই যে হাল্‌কা ছেলে, না শোনাই ভাল ছিল। শোন্ তবে, তোর আছে বুড়ো বাবা, আমার ছিল বুড়ি মা। কিশেন খেটে মা-পুতের ভাত জুটতো। বুড়ী মার আবার সাধ হতো, একটা বউ আন্‌বার। মাঝে একবার জ্বরে ভুগে মবার দাখিল হ'য়ে গেনু। বুড়ীটাও না খেয়ে মরে মরে। বাজারের এক পশারির সের পাচেক চাল নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়্‌ছি, অমনি ধবা পড়নু। তখন ত হাতও পাকেনি, গায়েও বল ছিল না! তারা যা মার্লে! আর একটু বাড়ালে, গুরোকে কেউ জেলে দিয়ে বেইমানী কত্তে পাত্তো না। দিলে পুলিসের হাতে। পুলিস তদন্তের কাগজে লিখে দিলে, পাকা চোর। হলো মোটে ছ'মাস মেয়াদ। ফিরে গিয়ে দেখি, বুড়িটা পটল তুলেছে! বাস্।

উপেন—থাক্ গুরুদয়াল দা, বড় ব্যথা লাগ্‌ছে তোমার, চোখ ছল ছল কচ্ছে! দুঃখের কথা টেনে না আনাই ভাল।

গুরু—না শোন্। যে দেখে, সেই বলে চোর। গাঁয়ে যদি আর কেউ চুরি করে, আমায় ধরে নিয়ে মারে। আর বলে, দে শালা মাল বা'র করে। তখন কিন্তু বাঁচবার তত নেশা নেই। যার বুড়ী মা না খেয়ে মরে, সে কি বেঁচে থাক্‌বার বাস্‌না রাখে? মর্‌বার তরেই ত গরীব জন্মে। দিলাম একদিন দু'ঘা বসিয়ে একটা পুলিশের পিঠে। শালা মারে, আর বক্‌সিস্ চায়। আর এক ব্যাটা ধরে ফেল্লে। নতু সে দিন দারোগা সাহেবকে সাথে নিয়েই, ফাঁসীর দোলায় চড়্‌ছিনু আর কি? সেবার হ'লো দু'বছর।

উপেন—চমৎকার! তারপর?

গুরু—সে দুটো বছরে এখান থেকে অনেক কিছু শিখে নিলুম। একটা গুরুমশাই মিলে গেল, সে একটা দশ বছুরে ডাকাত। সে আবার মস্ত বড় বিদ্বান, শুধু ডাকাত নয়। সে যে একটা চোরের গল্প

আমায় বলেছিল, তোকে একদিন তা বলবো। সে এ দেশের চোর নয়, ঐ ফার্সি দেশের চোর। কত দুখ্যু সে পেয়েছিল। কিন্তু চুরি ছাড়ে নাই। তার নামটা হচ্ছে কি যেন হাঁা, লা মিছাবেল্। অর্থাৎ মিছা সে এসেছিল দুনিয়ায় এত বল বুদ্ধি নিয়ে। ফিরে গিয়ে লেগে গেনু কাজে। এখন কেউ চোর বল্লে আহ্লাদ হয়। একবার ভাবনু চুরি ছেড়ে ডাকাতি করি; দু' একটা খুন করে বসি, গোল চুকে যাক। আর, একবার যাওয়া, একবার আসা বরদাস্ত হয় না। কিন্তু হাত ওঠে না, মানুষের বুকে ছোরা বসাতে।

উপেন—এবার কতদিন হলো?

গুরু—এই বছর দুই মাত্র।

উপেন—তবে ত প্রায় এক সঙ্গেই যাবো। এবার কিন্তু আর আস্তে পারবে না। দু'জনে এক সঙ্গেই থাক্‌বো।

গুরু—না না, শোন্। এখন এখানকার রকমটা অনেক বদ্‌লে গেছে। তুই ত জানিস্ নি, আমি জানি। তুই যতীন দাসের নাম শুনিছিস? স্বর্গের ঠাকুর। (নমস্কার করিল)

উপেন—ও কি, কাকে নমস্কার কল্লে?

গুরু—তাঁকেই প্রণাম কর্‌লুম। গুরো আর কোন ঠাকুর দেবতা মানে না। বাবা যতীন দাস! দেবতা যতীন ঠাকুর! তুই দেখিস্ নি, আমি দেখেছি। যতীন দাস ব'লে এক ছোক্‌রা দেবতা এখানে এসেছিল। সে যে ছিল বড় দুরন্ত! তারে বেড়ি পরালো, ডাণ্ডা বেড়ী লাগালো, আঁধার কোঠায় পুর্‌লো। তার দুরন্তপনা কাট্‌লো না। রাজপুত্রের মতন ছিল তার চেহারা। ফোটা পদ্মের মত ছিল তার ঢলোঢলো মুখখানা। পদ্মের নালের মত ছিল তার হাত পা গুলো। জেলের অন্ন জল সে গ্রহণ কল্লে না। সে বল্লে মানুষের জেল মানুষের

মতো হোক্। মানুষ কেন শেয়াল কুকুর হবে? দুটী মাস থাকলো না খেয়ে, কেউ পাল্লে না তাকে জলটুকু খাওয়াতে! না খেয়ে থেকে দু'মাস পরে জেলের বাঁধন কাটিয়ে গেল। এমন সোনার চেহারাটা না খেয়ে খেয়ে পোড়া কাঠ হয়ে গেল। শুকিয়ে কুঁকড়িয়ে তার হাড় ক'খানা ঐ খাটিয়ার পরে পড়ে রইল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি তা, তা দেখেছি! দেখতে তা কাউকে দেয় নাই, তবু আমি তা দেখেছি! দেখেছি তার মরা মুখে কি সুন্দর হাসি! যতীন! বাবা যতীন! ভাই যতীন! প্রাণের দেবতা যতীন!

উপেন—তুমি যে কাঁদছ দাদা।

গুরু—কাঁদছি, কাঁদছি নাকি? না, চোখের জল দিয়ে বাবার তর্পণ কচ্ছি। আচ্ছা বলেনি, শোন্, তারপর কাঁদবো। তার মরণেই জেলখানার আইন উল্টে গেলো। তার আগে, সে বেঁচে থাকতে হলো না। বীর রাজা আমাদের, বীরের মান তারা জানে। মরণের বাহাদুরী তারা বোঝে। জানিস্ না? তাদের দেবতা যীশু মরেছিল পেরেক বিঁধে, তবেইত তারা তাকে চিনেছিল। তাকে চিনেই তারা দুনিয়া-বিজয়ী বীর। উল্টে গেলো জেলের আইন। কয়েদীর গলার লোহার হাসুলি আর কাঠের পদক উঠে গেল। লোহার থালা বাটী উঠে, হলো আলুনিমের বাসন বাটী। কয়েদী তিন ছেক্কায় ভাগ হয়ে গেল। ঐযে দেখছিস্ বাবু কয়েদীর দল, জামা জুতা পরে খবরের কাগজ পড়ছে। আগে যাদের সাদা চামড়া, তারাই পেতো এই সব সুবিধাগুলো। একটা দুরন্ত গোঁয়ার ছেলে মরে, দিয়ে গেলো কালা চামড়া সাদা করে। বাবা যতীন! ঠাকুর যতীন! দেবতা এসেছিল মাটীতে নেমে, মাটীর মানুষকে দেবতা হওয়া শিখাতে। হারে শুনেছিস, কোন্ একটা মুনি

নাকি অসুর মারবার বাণ তৈরি কর্ত্তে বুকের হাড় খসিয়ে দিয়েছিল? আরে আমার মুনি গোঁসাই! আমার যতীন বাবার পায়ের ধুলারও তুমি তুল্য নও। তুমি হাড় দিলে মারবার হাতিয়ার তৈরি কর্ত্তে, যতীন বাবা হাড় দিয়েছে কারু না মেরে, তার ভাইদের বাঁচাতে। তুমি মরেছ এক লহমায়,—যতীন মরেছে তিল তিল করে তেষট্টি দিনে। মরণ তেষ্টায় বুক ফেটেছে, তবু তার অটল পণ! ওরে ডাকাত! ওরে দুরন্ত! তুই কালা চামড়া সাদা করে দিয়ে গেলি। দেখিসনি উপেন তুই, একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়িয়ে কেমন করে মরে! সহজেই কি পাষাণ গলেরে। কেমন সে মরণের বাহাদুরী! কোথায় নিয়ে গেল তার হাড় ক'খানা? আমায় যদি এক টুক্‌রা দিয়ে যেতো, আমি তা ইষ্ট কবচ করে গলায় পর্‌তুম। বাবা যতীন! ঠাকুর যতীন!

উপেন—এমনি দেবতার একটা পূজার মন্ত্র আমি জানি দাদা—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

এই মহামন্ত্রে এসো দাদা, আমরা চোখের জলে পূজা করি সেই দেবতাকে। যে দেখেছে এই মহাপুরুষের ব্রতসিদ্ধি, সে ধন্য। নমস্কার, নমস্কার, ওগো নরদেব!

(জেল ওয়ার্ডার আসিল)

ওয়ার্ডার—হেই, ফাইল। এক, দো, তিন।

গুরু—গোঠেল তোহার ফাইল, আজ ফাইল নেই হোগা।

ওয়ার্ডার—চল্, টাইম হো গিয়া।

গুরু—কিসিকা টাইম? গুরো আজ নেহি যায়েগা।

ওয়ার্ডার—কাম জারি মে নেহি জায়েগা?

গুরু—আজ যে যতীন বাবার কথা মনে পড়েছে। আজ আর হাত

চল্‌বে না। আজ মনে পড়েছে একখানা মরা মুখ। আজ কোনও কাজ নেই, আজকার কাজ কেবল সেই মুখের ধ্যান। নমো, নমো, নমস্কার ; ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর !

ওয়ার্ডার—সাজা হোগা, নেই জানতা শালা ?

গুরু—মুখ সামাল মেড়ুয়াবাদী ! জানতা নেহি, গুরুদয়াল বেমালুম গালি মন্দ হজম করে না ? সাজা ? বেড়ি ত পায়ে পরা। এরপর ডাণ্ডা বেড়ী ? বেশত, দিন ভোর খাড়া রয়ে দেবতার ধ্যান করবো। সে কি যে সে বীর ? কালা মানুষ সাদা করে দিলে ? তুই কি বুঝবি মেড়ো ভূত ? বাবা যতীন !

ওয়ার্ডার—পাগলা কাঁহেকো ! হারে তু চল্।

উপেন—আমিও যাবো না।

ওয়ার্ডার—ক্যা বোল্‌তা বড়ুবাক্, চল্। (ব্যাটন তুলিল)

গুরু—(ব্যাটন কাড়িয়া লইয়া) খবরদার সেপাই, নমাজের মিঞার পিছে লেগো না। ওতে তোমার সাহেব বাবারাও ডর করে।

উপেন—এই গুরুদয়াল চোর, আর আমি সাধু ? ইনি মূর্খ, ইতর, আর আমি ভদ্র ? অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে এত শক্তি কোথায় পেলে দাদা ?

গুরু—সেই দিয়ে গেছে। সেই মরা মুখখানায় আমায় অসুরের বল দিয়ে গেছে। বীরের মরণে বীর জাগে ! বাবা যতীন ! কার্ত্তিকের মত ছেলে, তেষট্টি দিনের অনাহারে কালো কাঠ হয়ে মরেছিল। সেই মরা মুখেও ছিল কি সুন্দর হাসিমাখা। তারও নাকি আবার মা বাপ আছে ; কত কেঁদেছিল তারা,—তাকে একটী বার দেখতে। তবু—কর্ত্তাদের দয়ার সীমা নাই, তার মরা হাড় ক'খানা দিয়েছিল তার মা বাপকে। তার মরার আগে দেয় নাই।

উপেন—নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার নরদেব ! তুমি যে জাতির সন্তান

সে জাতি আজ ধন্য। আর সেও ধন্য, যে তোমার মৃত্যু মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছে।

(জেলার আসিলেন)

ওয়ার্ডার—আফ্‌সার! সেলাম।

গুরু—আজ যমরাজা এলেও সেলাম মিল্‌ছে না। এ হাত যে জোড় বেঁধেছে ঠাকুরের নামে, কুকুর তাড়াতে কি ওঠে?

জেলার—উপেন, তোমাব সংস্বভাব দেখে জেল সুপার বিকমেণ্ড করেছেন; তুমি বি ক্লাসে উঠেছ।

উপেন—আমার কি কত্তে হবে?

জেলার—তুমি জামা, জুতা ও ধুতি পাবে, ভদ্রলোকের মত খাবার পাবে, শোবার বিছানা, মশারি পাবে। কোনও হার্ড ওয়ার্ক তোমায় কর্ত্তে হবে না।

উপেন—না হুজুর, আমি বেশ আছি; ডিভিশন চাই না।

জেলার—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। এ চোর ডাকাতের ভিতর কেন থাক্‌বে?

উপেন—এই চোর ডাকাতের ভিতরই আমি মানুষের সন্ধান পেয়েছি। যদি আমার উপর এমন দয়াই হ'য়ে থাকে, তবে এই দয়া করুন, যাতে আমি এই গুরুদয়াল দাদার সঙ্গেই থাকতে পারি।

জেলার—তাত হয় না উপেন, সরকারী হুকুমত অমান্য করা চলে না।

উপেন—হুকুম অমান্য কল্লে শাস্তি হয়। এ হুকুম আমি অমান্য করবোই। আমার এ শাস্তি নিশ্চয়ই হবে,—আমার বি, ডিভিশন কেটে যেয়ে, সি ডিভিশনে নেমে যাবো।

ওয়ার্ডার—ওই গুরো বদ্‌মাইস উন্‌কো বিগ্‌ড়ে দিয়া। কাম জারিমে নেহি যাতে হো।

জেলার—উপেন, তুমি চম্‌কিয়ে দিলে। তুমি আমার স্বজাতি, তাতে আমি গৌরব বোধ কর্চ্ছি। আমার জাতিতেই যতীন দাসের

জন্ম, তুমিও আমার জাতি। আমি অন্নদাস হ'য়ে এ নরকের রক্ষক, তবু এখানে থেকে দু'একজন মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে। যা'ক, আজ হ'তে গুরুদয়ালকে বি ডিভি-শনের কাদিমদার করা গেলো। গুরুদয়াল, তুমি চোর হলেও তোমার বুকে আমি হৃদয়ের জ্যোতি দেখলুম। দূরে দাঁড়িয়ে শুনেছি তোমার কাহিনী। যে জাতির সন্তান চোর হ'য়েও এমন মনুষ্যত্বের মহিমা বুঝতে পারে, সে জাতি পরাধীন হলেও হীন নয়। আমি তোমায় কাদিমদার কর্চ্ছি কেন জানো? তোমার হাতের অন্নজল পেয়ে কারাবন্দীরা সব ধন্য হোক্। এর বাড়া স্বাধীনতা আমার নেই।

তৃতীয় অঙ্ক—২য় দৃশ্য

গ্রাম্য রাস্তায় ফুটবল টিম খেলায় জিতিয়া যাইতেছিল।

সকলে—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

রতন—যাই বলো, ওদের হাফ্ ব্যাকটা খুব ভাল।

মাণিক—আরে রেখে দাও, অমন for nothing গোলকিপার নিয়ে আসে খেল্‌তে। কি ধাপ্পাটাই দিয়েছিলাম।

রতন—আরে মণি! কি করে জিতে এলে তাত বুঝলে না। ঐ দুটো ফ্রন্টের সঙ্গে পারো তোমরা খেল্‌তে? পাঁচটী পাঁচটী, দশটী টাকা লেগেছে। ওরা কি আর খেলেছে? বুঝতে, ওরা যদি খেল্‌তো?

মাণিক—তাইত ভাবি, প্লেয়ার দুটোকে ওরাও এনেছিল টাকা দিয়ে হায়ার ক'রে। অথচ এ পক্ষের টাকা খেয়ে ওরা কল্লে কি? কি ট্রেচারাস!

রতন—আরে মানকে, ও যাচ্ছিস কোথায়?

মাণিক—যাচ্ছি বাড়ী, আর কোথায়?

রতন—আরে কোন্ পথে যাচ্ছিস? ঐ ভূতের তলা দিয়ে?

মাণিক—আরে যা, কোথায় ভূত? ভূত আবার কোথায়, ভূত নেই।

রতন—ভূত নেই? ভূত আছে; অমন বিশ জনে দেখেছে। রায় বাহাদুর বাড়ী ছেড়েছে, গাঁয়েব লোক ও রাস্তায় চলা ছেড়েছে। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সব ভয়ে জড়সড়ো। মেয়েরা পর্য্যন্ত ঝগড়া ঝাটি ছেড়েছে। ভূত নেই?

মাণিক—না, না, বাজে কথা। ভূত নেই। যারা ভূত বিশ্বাস করে তারাই ভূত। এজুকেটেড্ লোকে ভূত বিশ্বাস করে?

রতন—তবে তুই যা দিনি ঐ পথে, বুঝবো কেমন তুই ভূত মানিস নে।

মাণিক—তাত যাবোই, নিশ্চয়ই যাবো।

রতন—আচ্ছা যা দিনি, আমরা ত যাবো না।

(সকলে অন্য পথে ফিরিল)

মাণিক—আরে দাঁড়া দাঁড়া, আমিও আসি।

রতন—কেন, তোর ত ভূতের ভয় নেই? বীর হনুমান তুই, এক লাফে সাগর পাড়ি দে।

মাণিক—না, ভূত নেই তা জানি। তবে কথাটা হচ্ছে, কি জানি, একলা পথে কোনও accedent ত হ'তে পারে। চল্, সবাই মিলেই যাই।

রতন—ব্রেভো মাই ডিয়ার। অর্থাৎ কিনা, ভূত ত নেই, যদি থাকে।

(মাধব পণ্ডিতের প্রবেশ)

মাধব—ফুটবল টিম বাবারা, একটু দাঁড়াও। আমায় একটু সাথে নিয়ে যাও। বেগতিকে ঠেকে রাত হযে পড়েছে বাবা। তবে কিনা, সম্বুদ্ধির ছেলের বিয়ের দায়।

রতন—পণ্ডিত মশাই, বলদেও সিং সত্যিই কি ভূত হয়েছে?

মাধব—চুপ করো, রাত কাল, নাম করো না। মৃতে ত্রিপাদ দোষ, পাঁজি খুলে দেখেছি। শনিবার, অমাবস্যা বাধালো জঞ্জাল, অপমৃত্যু হয়ে মলো অভাগা কোটাল। ভূত না হয়ে কি

যায়? তবে কিনা, ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি। এ মন্ত্র পড়্‌তে পড়্‌তে চলো, অর্থাৎ কিনা, ভূতের বাবার সাধ্যি নাই যে, কাছে ঘেঁসে। তন্ত্রের মন্ত্র, স্বয়ং ভূতনাথের উক্তি—হিং, টিং, ছট্‌, জীবন বীজ।

মাণিক—হিং, টিং, ছট্‌। বা! এর মানে?

রতন—মন্ত্রের আবার মানে কি? কি বলেন পণ্ডিত মশাই!

মাধব—মানেও আছে। শুনবি? বুঝতে পারবিনে, তবু শোন্‌।

"ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন, ত্রিকাল, ত্রিগুণ,
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি,
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি,
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মা বিদ্যুৎ,
ধারণা পরমা শক্তি যেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্‌॥

রতন—সাধু, সাধু, পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার,—হিং টিং ছট্‌। তবে পণ্ডিত মশাই, আপনার একলা যেতে এতো ভয় কেন?

মাধব—আরে ভয় না, তবে কিনা, মেড়ো ভূত, যদি মন্ত্রের অর্থ না বোঝে।

মাণিক—তবে চলো না, সকলে ঐ সোজা পথেই যাই।

মাধব—না, কাজ নেই; সাবধানের মার নেই। বাপু সকল, একটু আস্তে চলো। আমি রাতকালে একটু চোখে কম দেখি, আমায় ফেলে যেও না।

(সাইকেলে চড়িয়া তারাকৃষ্ণের প্রবেশ)

তারা—পণ্ডিত জি! দাঁড়াও একটু। তোমরা যাও।

মাধব—তবে কিনা, আমি একলা যাবো কি করে?

তারা—ভয় কি! আমি তোমায় সাইকেলে চড়িয়ে নিয়ে যাবো।

(বালকেরা হিং টিং ছট্‌ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল)

এখন কথাটা হচ্ছে কি, নতুন কুঠিবাড়ীটা কি কমল কৃষ্ণের নামে খরিদ?

মাধব—হ্যাঁ, ছোট রাজা!

তারা—সে বয়নামাটা তোমার কাছেই আছে?

মাধব—তা, তবে কিনা, আছে বই কি? আমি যে শব্দের খুঁজে বুঝি।

তারা—সেই দলিলটা আমায় একটু দেখাতে হবে।

মাধব—তা, তবে কিনা, তা কি করে হয়?

তারা—শুধু দেখ্‌বো একবার, নেবো না।

মাধব—তাও পারা যায় না, ছোটবাবু।

তারা—পাত্তে হবে পণ্ডিতজি। তোমার শালার ছেলের নাকি বিয়ে?

মাধব—হবে ত শুনেছি, বিপদ আর কি?

তারা—তোমার গৃহিণী যাবেন ভাইপোর বিয়েতে?

মাধব—তাত যাবেন, এই ত মুস্কিল।

তারা—শালাটী খুব বড় মানুষ?

মাধব—আসামের চা বাগানের বড়বাবু। ছেলের বিবাহে দু'হাজার টাকা খরচা হবে।

তারা—চা বাগানের কুলিদের মেরে অনেক টাকা করেছে।

মাধব—তাত করেছে বাবু, ঐত মুস্কিল।

তারা—গিন্নী দু'শ টাকার খোঁট ধরেছেন; ভাই-পুত্রবধূকে একখানা গয়না দিতে হবে।

মাধব—দিতে ত হবে; আমার অবস্থা ত তারা জানে না। তাদের

জানিয়ে আসছি আমি রায় বাহাদুরের ম্যানেজার। সেই দায়ে ত এত ঘোরাঘুরি।

তারা—তোমার দায় জেনেই ত এতটা খুজে বেড়াচ্ছি। বাড়ীতে গিয়ে সব শুনলুম তোমার গৃহিণীর কাছে। টাকা না হ'লেত তোমার নিস্তারই নেই। চিন্তা নাই, আমি দেবো তোমার দায় কাটিয়ে। কত ভালবাসি তোমায, জানো না ত?

মাধব—তা হুজুরের দয়া।

তারা—তোমায় কিন্তু একটু কাজ কত্তে হবে। সেই দলিলটা আমায় একবার দেখাতে হবে। আমি তার তারিখ, আর নম্বরটা মাত্র টুকে নেবো, আর কিছু না।

মাধব—তা কি পারি! টের পেলে রায় বাহাদুর আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে?

তারা—টের পাবে কোথা থেকে? আর না পাল্লেও ত তোমার রক্ষা নেই। আমি তোমার গৃহিণীর কাছে প্রস্তাবটা করে এসেছি, এই টাকার তোড়াটীও দেখিয়ে এসেছি। ডান হাতে দলিল, বাম হাতে টাকা। এ যদি না করো, তা হ'লে গৃহিণীর গুতাটা স'য়ে টিকে থাকবে ভেবেছ?

মাধব—গৃহিণীকে আবার বলেছেন। তবে কিনা আমি নাচার।

তারা—আরে বোকা হচ্ছ কেন? এমন সাধা লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে, উঠে পড়ো বাইকে। বিশ্বাস নৈব্য কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজ-কুলেষু চ। (দু'জনে এক বাইকে চলিল)

তৃতীয় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য

(কুঠি বাড়ীর সম্মুখে আম্র বৃক্ষতলে উপেন।)

উপেন—আমার বাবা নেই! কোথায় খুঁজবো? নেই সে হতভাগ্য বৃদ্ধ। গুরুদয়াল সত্যই বলেছে,—আমার মতন ছেলের বাবা থাকতে নাই। বাবা! বাবাগো! কত কষ্ট পেয়ে মরেছে

তুমি! আমার কেন ফাঁসীর হুকুম হলো না? রঞ্জন আমাকে বাঁচিয়ে এনে কি দরদই আমার উপর দেখিয়েছ? আমি যে জেলখানার কত খবর নিয়ে এসেছি, বাবাকে বল্‌তে! রঞ্জন দাদাই বা কোথা গেল? সে ত বলেছে, তার দয়া নেই, মমতা নেই, কারু পরে কোনও স্নেহ নেই, শোক দুঃখ কিছুই নেই। বৃদ্ধ মরেছিল, সে টেনে ফেলে দিয়েছিল নদীগর্ভে! শকুনি গৃধিনী তাকে খেয়েছে। ওগো বাবা! বাবাগো! এতটুকু শবুর তুমি সইতে পাল্লে না? আমার মুক্তির দিন যতই নিকট হচ্ছিল, ততই যে বাবাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ পাগল হয়ে উঠ্‌ছিল। আজ সপ্তাহ কাল আমি ঘুমায় নি। গুরুদয়ালদা চুপে চুপে আমার শিয়রে ব'সে আমায় হাওয়া কর্ত্তো, আর বল্‌তো, ঘুমো ঘুমো, বাবা তোর নেই, ওসব বাবা থাকে না। গায়ের লোক ত কেউ বলতে পারে না। বলে বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, রঞ্জন দাদা তাঁকে নিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। বাবা যদি বেঁচে থাকৃতেন, তবে রঞ্জন দাদা নিশ্চয়ই তাঁকে এনে আমায় দেখাতো। সে ত জানে, আমি কবে খালাস হবো। এই আমার সেই আম বন। "নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।" কিন্তু আজ একি তার কদর্য্য মূর্ত্তি!

"ধিক ধিক ওরে শতধিক তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার, তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি?
সে কি মনে হবে, একদিন যবে, ছিলে দরিদ্র-মাতা?
আঁচল ভরিয়া, রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস বেশ?
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা পুষ্প খচিত কেশ!
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছ ভিন্ন,

কোনও খানে লেশ, নাই অবশেষ, সে দিনের কোনও চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি, অয়ি ক্ষুধা হরা সুধা-রাশি।
যতো হাসো আজ, যতো করো সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী।

এ্যা! তাইত, ঐ প্রাচীরের কাছে আমার সেই মধু-শীতল আম গাছটা যে এখনও আছে। হ্যা! এরই তলা দিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল আনতে যেতো। দু'একটা পাকা ফল তাদের সুমুখে যদি পড়তো, গাছের স্নেহাশিস স্বরূপ তারা তা কুড়িয়ে নিত। তারা চুপে চুপে কুড়াত, আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখে চুপে চুপে হাস্তুম। আমায় বাবা বলে দিয়েছিলেন, তলায় পড়া ফল কাউকে কুড়াতে দেখলে, কিছু বল্‌তে নেই। তাকে অপরাধ হয়, ভূমি-লক্ষ্মী কুপিতা হন। এত বড় মহাপ্রাণ পিতা কার আছে? ওগো বাবাগো! কেউ এসে বলো, আমার বাবা নেই, আমি নিরাশ হ'য়ে চলে যাই। নিষ্ঠুর বিলাসী ধনবান্!

"এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, যার আছে ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি॥"

মূর্খ ধনবান্! ফলভরা গাছের দরদ বুঝ্‌লে না। সব উজাড় করে দিয়ে এই নীরস কোঠা বাড়ী গড়লে। ভাই চিনিটোরা, মধুশীতল! তোরা কাঁদছিস? তোদের ভাইদের অপমৃত্যু মেরে ফেলেছে, সেই শোক জানিয়ে কাঁদছিস? (সহসা দু'টী আম পড়িল) একি! এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা? মাথায় তুলে নি এ স্নেহের দান। কিন্তু খেতে ত আমি পারি না। আমার যে বাবা নেই, বাপ-মরা ছেলের কি কিছু খেতে আছে? আমার মায়ের স্নেহের দান মাথায় থাক্।

(মালী আসিল)

মালী—হেই শালা চোট্টা, আম চুরি করিতি আসিলি। হারামজাদ্!
(উপেনকে ধরিল)

উপেন—হ্যাঁ ভাই, বল্‌তে পাবো, আমার বাবা কোথায়?

মালী—চলো তোমারো বাবাবো পাশ। দুধ ভাত খাইবো, চল্‌ শালা!

উপেন—ও আমি চোব? গুরুদযাল ঠিক বলেছে, চুরি ক'রে আবার জেলে আসিস্‌।

মালী—হাবে, তোর ত ভাবি মর্দ্দানা! ভূতর গছে ফল চুরিকিরি আসিল। চল্‌ শালা। (ধরিযা লইয়া গেল)

তৃতীয় অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য

(রায় বাহাদুরেব বৈঠকখানায কালীকৃষ্ণ ও মাধব)

মাধব—অনেক চেষ্টায় ভূতেব বাড়ীটাব একটা খদ্দেব জুটেছিল। বিশ হাজার পয্যন্ত দিতে চেযেছিল।

কালী—মোটে বিশ হাজাব! প্রায লাখ্‌ টাকা ওতে আমার খরচা!

মাধব—তবে কিনা ভূতেব বাড়ী, কেউ কি নিতে চায়?

কালী—তাইত, ঐ মেড়ুযা বাদীটাই আমাব সব্বনাশ কল্লে।

মাধব—তাইত, তবে কিনা গযাব পিণ্ডিতেও গেলো না। এত নাম-কীর্ত্তন, হবে কৃষ্ণ হবে রাম, তবুও গেলো না।

কালী—কেউত বলে না যে গেছে! কীর্ত্তনিয়ারাও বলে, তাবা দেখেছে। এখন আব তারা নাম গাইতে আস্‌তে চায় না।

মাধব—তা বটে, তবে কি না অপমৃত্যুর ভূত। তবে কি না, ওতে গাঁয়েব লোকের মস্তবড় একটা উপকার হয়েছে।

কালী—তোমার মাথা, আর আমার শ্রাদ্ধ!

মাধব—কথাটা বুঝে দেখুন, তবে কি না, গাঁয়ে স্যয্য ডুব্‌লে আর কেউ ঘরেব বা'র হয় না। গাঁয়ে ননদ ভাজের কোঁদল পর্য্যন্ত থেমে গেছে। বাঘিনীর মত গিন্নীগুলি আর কর্ত্তাকে চোখ রাঙ্গিয়ে বাপের বাড়ী যাবো বলে উঠানেব বাইবে পা বাড়ায় না। কি আরামেই যে আছি!

কালী—তারপর খদ্দের জুটেছে বল্লে; খদ্দেরটা কে?

মাধব—একটা সাহেব কোম্পানি। পাটের গুদাম করবে বলে বিশ হাজার টাকায় নিতে চেয়েছিল। সাহেব জাত কি না, ওরা ভূত মানে না।

কালী—অমন সুন্দর সাজানো বাড়ী, বাড়ীত নয়, একখানা ছবি। তাতে হ'বে পাটের গুদাম! তার চেয়ে ওটা আগুনে পুড়িয়ে দাও।

মাধব—তা পুড়বে কেন? ইট লোহা কি আগুনে পোড়ে? তবে কি না পোড়াতে পাল্লে হ'লো ভাল; ভূতটা যদি ছেড়ে যেতো।

কালী—না না, দিয়ে দাও ঐ বিশ হাজারে। আপাততঃ ঐ দিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা কিস্তিবন্দি করে দাঁড়ানো যাক্।

মাধব—তা ত হ'তো। তবে কি না, তা আর হয় কই?

কালী—কেন? এই যে বল্লে।

মাধব—বল্লুম ত! তবে কি না ছোট রাজা যে গোল বাঁধিয়ে দিলেন

কালী—ছোট রাজা আবার কে?

মাধব—আজ্ঞে ছোট রায় বাহাদুর। ছোট হুজুর তারাকৃষ্ণ। তিনি ওটা চল্লিশ হাজারের একটা খদ্দের পেয়ে কবলা করে এসেছেন।

কালী—কি বলো? তারাকৃষ্ণ! তার আবার ওতে কোন্ অধিকার? ওটা যে কমলকৃষ্ণের নামে করা; ডাকোত সে পাজি হারামজাত কে। সেটাকেত আজ বাড়ীতেই দেখেছি।

মাধব—ঐ ত কাল দলিল রেজিষ্টারী করে এসেছেন।

কালী—পাজি শূয়ার! ওকে খুন করো।

(তারাকৃষ্ণের প্রবেশ)

তারা— কাকে খুন করছ দাদা! বড় যে বেয়াড়া মেজাজ দেখ্ছি।

কালী—শূয়ার! শূয়ারকা বাচ্চা! হারামজাত!

তারা—বাঃ! বহুৎ আচ্ছা। লা মিসারেব্ল! হিরো ম্যাক্‌বেৎ।

কালী—মাৎলামি রাখো। তুই নাকি কুটিবাড়ীটা বেঁচে ফেলেছিস্? ও বাড়ীর তুই কে?

তারা—তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? তুমি ত বিশ হাজারে বেচ্‌তে চাচ্ছ। আমরা বেচেছি চল্লিশ হাজারে। তোমার বিশ হাজার এক দিন নিয়ে নিও। মাঝে পড়ে আমার মস্তবড় একটা উপকার হয়ে গেলো। দু'টা এক্‌ট্রেসকে দু'হাজার টাকা জলপাণি দিয়ে, একখানা নাটক থিয়েটারে প্লে করবার পাক্কা সুপারিস করিয়ে নিয়েছি! ম্যানেজারকে দিতে হ'বে আর দু'হাজার। তোমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলুম, দিয়েছে কি?

কালী—ও বাড়ী যে কমলকৃষ্ণের নামে।

তারা—তাইত দাদা! এইবার পথে এসো। বাবাজিই বাড়ীটা বেচেছে। তারও দায়, আমারও দায়। এবার চাচা ভাইপোর কো-অপারেশন! মাঝে, মাধব পণ্ডিতেরও শালার ছেলের বিয়ের দায়টা উদ্ধার হয়েছে

কালী—এঁ্যা?

তারা— ওকি? মূর্চ্ছা যাও না কি?

কালী— কম না? কোথায় সে হারামজাত্‌?

তারা— তার টিকি আর খুজে পাচ্ছ না। বাবাজি এতক্ষণ তার বাইজির মজলিসে মজ্‌গুল।

কালী—দূর হ' কুলাঙ্গার। (জুতা ফেলিয়া মারিলেন)

তারা— এইত দাদা, রায় বাহাদুরী! যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাদের সমান।

কালী—এখন রবি ঠাকুরের বুলি আওড়াতে লাগ্‌লে! মাতাল কাঁহেকো।

তারা— আমরা যে সাহিত্যিক, সাম্যবাদী,— কমুনিষ্ট। তোমার ও জমিদারী টমিদারী আমরা মানি না। ভাইপো বাবাজিও কমুনিষ্ট খাতায় নাম লিখিয়েছে। তোমার ও ফ্যাসিষ্ট সমাজে আর আমরা নই! অবাধ প্রগতি! বিয়ে থা, ছোট বড়, ওসব আটু আটুকিতে আমরা নই। আমরা চাই অবাধ সম্ভোগ। দেখ্‌ছ

কি? আজ কাল যৌবন সম্ভোগ কত্তে হলে সাম্যবাদ কপ্‌চাতে হবে। অবাধ যৌন গতিতে চল্‌বার ঐ একটা সোজা পথ।

কালী—মাধব!

মাধব—আজ্ঞে আমিও সাম্যবাদী। অর্থাৎ কিনা, ছোট রাজা, খোকা রাজা, আর স্বয়ং হুজুর মহারাজা, আমার সবই সমান। আমিও আপনাকে আমার দাবের কথাটা জানিয়েছিলুম।

(মালী উপেনকে ধরিয়া লইয়া আসিল)

মালী—দেখো হুজুর, শালা চোট্টা আম চুরি করিতি আসিল।

কালী—লাগাও জুতা হারামজাদ্‌কো।

মালী—(জুতা মারিয়া) কেমন পাগলা?

উপেন—রায় বাহাদুর? আমি চোর, আর তুমি সাধু, চমৎকার!

কালী—এঁ্যা? এযে উপে! লাগাও দশ জুতা বদ্‌মাইস্‌কো।

মালী—(জুতা মারিতে লাগিল)

উপেন—বাবা! বাবাগো! (রক্ত বমি করিয়া ঢলিয়া পড়িল)

(রঞ্জনসহ গোবিন্দরামের প্রবেশ)

গোবিন্দ—বাবা! বাবা উপেন! আমার খোকা! একি! খোকা যে নেই! খোকা উপেন!

রঞ্জন—স্থির হও বৃদ্ধ, কাতর হয়ো না। এ দীর্ঘকালের তপস্যা ব্যর্থ করে দিও না। পুত্রের মরণ মহিমা প্রত্যক্ষ করো। আসমুদ্র হিমাচল তীর্থ ভ্রমণ করে, মৃত্যু মহিমা প্রত্যক্ষ করে এসেছ? আজ পুত্রের মৃত্যু-মহিমা প্রত্যক্ষ করো।

গোবিন্দ—হ্যাঁ রঞ্জন, আমি মৃত্যু-মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি। গয়াসুর মৃত্যুবরণ করেছিল নারায়ণ পাদপদ্মে, তাই গয়াধাম তীর্থ; ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা। বারাণসী ধামের সর্ব্বোত্তম স্থান হরিশ্চন্দ্র ঘাট! ঐ স্থানে মাতা এনে দিয়েছেন পুত্রের শব শ্মশানে। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান আছে বলেই শিবের প্রিয় অধিষ্ঠান

কাশী ? তোমার কাছে শুনেছি, যীশু প্রাণ দিয়েছিলেন প্যালে-ষ্টাইনে, তাই প্যালেষ্টাইন তিনটী মহাদেশের মহাতীর্থ। দক্ষ দুহিতা মরেছিল, তার একান্ন অঙ্গে একান্ন তীর্থ। দাও আমার উপেনকে আমার স্কন্ধে তুলে। আমি জগৎ ভ্রমণ করবো, তুমি পিছনে থেকে তার অস্থিখণ্ড জগতে ছড়িয়ে দাও।

তারা—কি দেখ্ছ ? শীঘ্র লাস সরাও।

রঞ্জন—খবরদার ! এ শব স্পর্শ করো না। (রিভলবার খুলিয়া) এক পা নড়েছ কি মরেছ। রায় বাহাদুর ! তোমায় ধন্যবাদ ! কিন্তু সাবধান। আমার ঘাড়ে আজ দুই ভূত ভার করেছে। বলদেও সিংএর ভূত, আর এই উপেনের ভূত। তোমারই হাতে মরা মানুষের ভূত। ঐ দেখো, ভূতের দেবতা ভূতনাথ নাচে। (গীত)

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !
কালের দণ্ড নামিল ঐ রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান !
ঐ শুনো মৃত্যু-বিষাণ রব, শবের উপর লুণ্ঠিত শব,
তাণ্ডব তালে নাচে ভৈরব, বিরাট বিশ্ব কম্পবান !
প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ অতি ভয়ঙ্কর, মথিয়া সিন্ধু গিরি প্রান্তর,
আগত আজি যুগান্তর, রক্ত রসনা লোলহান !
ঝঞ্ঝা বজ্র উল্কা-বাহিনী, দাব, বাড়ব গৈরিক বহ্নি,
সাজায়ে সেনা ছুটিছে কাল ! বিশ্ব গ্রাসিতে অভিযান।

কালী—রক্ষা করো, রক্ষা করো রঞ্জন !

রঞ্জন—রক্ষা নাই ! স্পর্শ করো না এ পবিত্র শব। এই শবের চিতাভস্ম অঙ্গে মাখ্তে মহাকাল যে নেচে নেমে আস্ছেন। মহাকালের নৃত্য দেখছো না ? পশ্চিমাকাশে দৃষ্টি দাও, কান পেতে শোনো, আকাশে, ভূধরে, সাগরে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যের ঝঙ্কার ! শবের উপর শব স্তূপাকার ! তবু চাই শব। দেখছো না ?

পৃথিবী কাঁপছে! শবের সার্থকতা আছে। দেখ্‌ছো? পিতা নিষ্কম্পে দাঁড়িয়ে চাচ্ছে পুত্রের শব। মরণের মহিমা আছে। ষোল টাকার মুজুরী কর্ত্তে এসে মরেছে বলদেও সিং; আর প্রাণান্ত ক্ষুধায় দুটী আম খেতে এসে মরেছে এই উপেন। এদের ভূতের সঙ্গে মিতালী হয়েছে স্বয়ং ভূতনাথের।

(গুরুদয়াল ছুটিয় আসিল)

গুরু—উপেন! উপেন! হারে, উপেন যে এই মরে রয়েছে! উপেন ভাইটী আমার! আমি যে তোর মায়া কাটাতে পারিনি বলে জেলের পাচিল টপ্‌কে চলে এসেছি! দেখতে এলুম, তুই তোর বাবাকে পেলি কিনা? দুনিয়ার কাউকে কোনও দিন ভালবাসিনি, ভালবেসে ফেলেছিলুম তোকে। উপেন! দাদু, আমার! ভাই আমার!

(জেল ওয়ার্ডারসহ দারোগার প্রবেশ)

ওয়ার্ডার—এই সেই জেল পলাতক কয়েদী হুজুর।

দারোগা—তোমার নাম গুরুদয়াল?

গুরু—হ্যাঁ, আমি গুরুদয়াল। ভাইটীর মায়া কাটাতে না পেরে পাচিল টপ্‌কে পালিয়ে এসেছি। সে ভাইটী আমার নেই! উপেন, আমার ভাইটি। এর আগে জেলের ফটকের বাইরে ত আমার কেউ ছিল না!

দারোগা—একি? এযে একটা লাস! কে একে খুন কল্লে? তুমি? তুমি গুলি ছুড়ে একে খুন করেছ?

তারা—হ্যাঁ দারোগা বাবু, ঐ ডাকাত বাড়ীতে পড়ে গুলি ছুড়েছে।

রঞ্জন—এই নাও দারোগা বাবু আমার রিভলবার। (ছুড়িয়া ফেলিল)

দারোগা—একি? এযে একটা কাঠের খেলনা।

রঞ্জন—হ্যাঁ! ঐ কাঠের খেলনা দেখিয়েই আমি এদের ঠাণ্ডা রেখেছি। নইলে এতক্ষণে খুন খারাবি হয়ে যেতো। এদের জন্ত আসল

রিভলবার প্রয়োজন হয় না। রায় বাহাদুর, এখন ত আর বল্‌তে পারি না যে, মা নাই।

কালী—এ খুন হয় নাই, অমনি মরেছে।

গুরু—অমনি খুন হয়েছে? সয়তান! মুখ দিয়ে যে রক্ত উঠেছে! আমার ভাইটী উপেন!

দারোগা—কেউ নড়ো না এখান থেকে।

গুরু—আমার ভাইটীকে এখন কি কর্‌বে তোমরা?

দারোগা—চালান যাবে, পরীক্ষা হবে।

গুরু—আমার একটা ভিক্ষা দারোগা সাহেব। আমায় একটু সময় দাও; এই শবের সংকার পর্য্যন্ত আমায় একটু সময় দাও। তার জন্য আমি যাবজ্জীবন জেল খাটবো। এই শবের এক টুক্‌রা পোড়া হাড় আমি, গলায় পর্‌বো। যতীন দাসের এক টুকরা হাড় আমি পাই নি। আমার ভাইটি উপেনের এক টুক্‌রা হাড় আমার পেতেই হবে। এই হাড় গলায় পরে সেই পুণ্যে মরে কৈলাসে যাবো, সেখানে গিয়ে শিবের পায়ে দেবো আমার ভাইটীর হাড়। তোমরা সময় না দাও, আমি খুন হবো, খুন হয়ে ভাইটীর সঙ্গে যাবো।

রঞ্জন—তোমার জেল মুক্তির আর কত দিন বাকি ভাই।

গুরু—অল্পদিনই বাকি ছিল, কিন্তু এই পালিয়ে আসাতে আরও কিছুদিন বেড়ে যাবে।

রঞ্জন—দারোগা সাহেব! তোমার আইনে বোধ হয় একে সময় দেওয়া চলে না। না চলে, আমি একে ছিনিয়ে রাখ্‌ছি। আমি রাখলে, তোমাদের সাধ্য হবে না, একে কেড়ে নিয়ে যেতে। তুমি রিপোর্ট করো যে, রঞ্জন নামে এক দুরন্ত বিদ্রোহী আসামী ছিনিয়ে রেখেছে। তাতে তোমার কোনও কসুর হবে না। আমার হবে বড় উপকার। আসামী ছিনিয়ে

বাধার দরুণ আইন মত আমারই কিছু সাজা হবে। আমি এই মহাত্মা চোরের সঙ্গে কিছুদিন কারাবাস কত্তে পাবো। তারপর যখন মুক্ত হবো, তখন এই গুরুদয়ালকে আর আমি ছাড়বো না। আমার উপেন গেলো, আর ত আমার কেউ রইলো না। কা'কে সাথী করে আমি পথে চল্‌বো? এই গুরুদয়াল হবে আমার সারা জীবনের সাথী।

গোবিন্দ—বাবা গুরুদয়াল!

গুরু—তুমি? তুমি বৃদ্ধ, উপেনের বাপ। তুমি বেঁচে আছ? বাবা! বাবা! আমি কি শোনাবো তোমায়? উপেন ছিল আমার কেমন ভাই? কেন তুমি বেঁচে আছ?

গোবিন্দ—তোমায় দেখে আমি পুত্র শোক ভুলে যাচ্ছি বাবা!

কালী—রঞ্জন? আমায় বাঁচাও ভাই।

রঞ্জন—ভয় নাই দাদা। বাঁচতে যদি সাধ থাকে, তবে বাঁচবে, আমি বাঁচাবো। তবে তোমার ও বাহাদুরি আর বাঁচে না। ও মরে গেছে। ওটা অনেক আগেই মরেছে। তুমিও আজ সর্ব্বহারা।

কালী—গোবিন্দ বাবু! (পায়ের উপর পড়িলেন)

গোবিন্দ—না কালীকৃষ্ণ, আমি কোনও দাবী রাখি না।

কালী—আমি আপনাকে পিতার মত প্রতিপালন করবো।

গোবিন্দ—সাবধান কিরাত? লোভ নিয়ে আহত সিংহের সম্মুখে এসো না।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার—এ কি! (যাইতে উদ্যত)

রঞ্জন—যেও না ডাক্তার বাবু! আগের বুঝি কিছু পাওনা ছিল? দাদা, এইত তোমার বাঁচবার সুযোগ উপস্থিত। ডাক্তার বাবু, তোমার ত আরও কন্যাদায় আছে। সেবার কন্যাদায় উদ্ধার হয়েছিল, একটা জ্যান্ত মানুষ মেরে। এবার কন্যাদায়

উদ্ধার করে নাও, একটা মরা মানুষের উপর একটু মিথ্যা রিপোর্ট করে। ছোট্ট করে অল্প কথায় লিখ্‌বে, লোকটা হঠাৎ হার্টফেল করে মরেছে। এবার কেউ জেরা করবে না। আর দারোগা সাহেব, তোমার অবশ্য কিছু না কিছু দায় আছে। যা থাকে, হাজার দুই টাকা নাও। এ নেওয়ায় পুণ্য আছে। এই মরণভীত হতভাগ্যকে বাঁচাও। এ অবস্থায় লোক বাঁচলে জগতের কল্যাণ হয়। আমিও তোমাদের সপক্ষে সাক্ষী দেবো। ইনি আমার মাসতুতো ভাই। আর সত্যই উপেন জুতার ঘায়ে মরে নাই। মনের উত্তেজনায় heart fail করেই মরেছে। নইলে এমন অল্প আঘাতে মানুষ মরে না।

এখন আমার কথা বলি, ঐ বাড়ীটা আমিই আমার এক বন্ধুদ্বারা কিনে নিয়েছিলুম, চল্লিশ হাজার টাকায়, উপেনকে দেবো বলে! পরিণাম ত এই হলো! এখন বল্‌তে পারি Man proposes, God disposes. তবু উপেনকেই ঐ বাড়ী আমি দেবো। ঐ বাড়ীতে উঠবে উপেনের একটী প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দু-স্থান মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। ঐ মূর্ত্তির পূজা হবে। পূজা করবে, যারা শক্তিমানের কাছে হবে সর্ব্ব-হারা।

গোবিন্দ—এখন দাও আমার উপেনকে আমার স্কন্ধে তুলে।

রঞ্জন—না, কাকা, তুমি পারবে না, মৃত পুত্র বক্ষে নিয়ে জগৎ ঘুর্ত্তে! জগৎ ঘুর্ত্তে অনেক পাহাড় সাগর পার হতে হয়। তোমা দ্বারা তা হয় না। ও কাজ করবার জন্য এক মহাপুরুষ আছেন। আছেন বিশ্বকবি **রবীন্দ্রনাথ**! তিনিই ছড়িয়ে দেবেন উপেনকে বিশ্বজগতে। তোমার ঐ **দুই বিঘা জমি** হতে অমৃত ফল তুলে তিনিই করবেন বিশ্ববাসীকে পরিবেশন!

(যবনিকা)